# স্বস্তিকা

বালুচিস্তানের
স্বাধীনতা
সংগ্রাম
পৃঃ - ১৩

পাকিস্তানের
ঘৃণ্যচরিত্র আন্তর্জাতিক
বিশ্বের কাছে
উন্মোচিত হোক
পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ৩১ অক্টোবর ২০১৬।। ১৪ কার্তিক - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

# স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত*
*বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৪ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩১ অক্টোবর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-**

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** □ ৬-৮

**খোলা চিঠি : নরেন্দ্র মোদীর মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাড়িয়ে দিল কষ্ট** □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

**তিন তালাক নিয়ে দেশে অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে তৃণমূল ছাড়া আর কোনো দল যোগ দেয়নি** □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

**বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম**
□ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১৩

**মহাপুরাণ** □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ২১

**ভারতীয় নারীর উৎকর্ষ সাধনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান**
□ সুতপা বসাক ভড় □ ২৩

**পাকিস্তানের ঘৃণ্যচরিত্র আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে উন্মোচিত হোক** □ জয় পণ্ডা □ ২৭

**বাংলাদেশের বিলম্বিত বোধোদয়**
□ সুবীর ভৌমিক □ ২৯

**সাম্প্রতিক দুর্গাপূজায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে দেববিগ্রহ ও হিন্দুদের ওপর আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান**
□ রাজীব চট্টোপাধ্যায় □ ২২

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**□ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

## স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৭ নভে. '১৬

### আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

# 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' নিয়ে রাজনীতি

সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদীদের যোগ্য জবাব দিতে ভারতীয় সেনা যখন 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' করে দেশবাসীর মনোবলকে অটুট রাখার চেষ্টা করছেন, তখন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি তার মধ্যেও ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করছে। তাদের কাছে দেশ নয়, দলই বড়। এই সংকীর্ণ চিন্তা দেশের মানুষের আবেগকে আঘাত করারই শামিল। এবারে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন মে: জে: কে কে গাঙ্গুলি, অভিমন্যু গুহ, প্রণয় রায় প্রমুখ


বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন। মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন

বিগত ৭০ বৎসর ধরিয়া ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এবং তাহাদের নেতৃত্ব দেশের 'গণতন্ত্র'কে তামাশার বিষয় বানাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা মুখে বলিতেছেন ভারত এক জাতি, এক প্রাণ, কিন্তু কর্ম তাঁহাদের ভিন্নরূপ। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা, জে এন ইউ, যাদবপুর, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের সমর্থনে স্লোগান দেওয়াকে ব্যক্তিস্বাধীনতা আখ্যা, কেন্দ্র-রাজ্যের নির্বাচন একসঙ্গে করার বিরোধিতা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্র সরকারকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধিতা, কেন্দ্রের জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের প্রতি উদাসীন থাকা— ইহার কিছু উদাহরণ মাত্র। আমাদের দেশ বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া সন্ত্রাসবাদের সহিত যুঝিতেছে। ইহা আজ একটি বিশ্বসমস্যায় পরিণত হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীরা বাহিরের দেশ হইতে আসিতেছে ও মদত পাইতেছে। ইহার প্রতিকারের ভাবনায় কেন্দ্র সরকার কয়েক বৎসর পূর্বে আইনের কিছু পরিবর্তন করিয়া ইনটেলিজেন্স রিফর্ম অ্যান্ড টেররিজম অ্যাক্ট-কে রাজ্যে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া রাজ্যপুলিশের সমান অধিকার দিতে চাহিলে বহু রাজ্য বিরোধিতা করিয়া জানাইয়া দেয় যে, ইহা নাকি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী এবং ইহাতে স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ কালিমালিপ্ত হইবে। উল্লেখযোগ্য হইল, আমেরিকায় ৯/১১-তে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর এক বৎসরের মধ্যে সেখানকার কেন্দ্র সরকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্টকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত করে। ইহাতে আমেরিকার সমস্ত রাজ্যই সহমত পোষণ করিয়াছিল।

ইদানীং আমাদের দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লইয়া চর্চা চলিতেছে। অর্থাৎ দেশে তিন তালাক, নিকাহ্ হালালা ও বহু বিবাহ প্রথা কি থাকা উচিত? অথবা সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২১ ধারায় সমস্ত নাগরিকদের ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান অধিকার কি থাকা উচিত? এই চর্চা কোনো রাজনৈতিক দল অথবা কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক সংগঠন শুরু করে নাই। ইহা শুরু করিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সর্বোচ্চ আদালতের আইন কমিশন ১৬টি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেশের জনতার মতামত চাহিয়াছে। ইহাতেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ড ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ধর্মীয় অধিকারের সহিত সামাজিক রীতিনীতিকে এক করিয়া দেখিতেছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, যখন পাকিস্তান, বাংলাদেশ-সহ পৃথিবীর ২২টি ইসলামিক দেশ এই বর্বর ও অমানবিক কুপ্রথার অচলায়তনকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, তখন ভারতের মোল্লা-মৌলবিদের একটি অংশ ইহাকে টিকাইয়া রাখিবার পক্ষে কেন? গত ২১ অক্টোবর কলকাতার ধর্মতলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরুদ্ধে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতির নেতৃত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে তৃণমূলদলের মুসলমান সাংসদদের দেখা গিয়াছে। সমাবেশে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে তাঁহারা যে কোনো মূল্যে রুখিবেন।

আমরা মনে করিতেছি যে, তৃণমূলের আইন প্রণেতাদের এইরূপ মানসিকতা অতি ভয়ঙ্কর। আসলে দেওয়ানি বিধির বিরোধিতার আড়ালে এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছেন এই দেশের মুসলমানদের বৃহদংশ। চক্রান্তের মুখ্যদিক হইল, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। নারীজাতিকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী করিয়া রাখা ও তাহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা। সুখের কথা হইল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে মুসলমান সমাজের একটি অংশ এবং মুসলমান মহিলারা আগাইয়া আসিয়াছেন। এই সময় সমস্ত রাজনৈতিক দলেরও ভারতকে 'একজাতি, একপ্রাণ' রূপে দাঁড় করাইতে প্রয়োজন শুধু নূতন দৃষ্টিভঙ্গির।

### সুভাষিতম্

*তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্ত স পিতা যস্তু পোষকঃ।*

*তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স ভার্যা যত্র নির্বৃতিঃ।। (চাণক্য নীতি)*

*পুত্র হওয়ার যোগ্য যে পিতৃভক্ত। যিনি পালক তিনি প্রকৃত পিতা। যাকে বিশ্বাস করা যায় সে প্রকৃত বন্ধু। যে সংসারে শান্তি বজায় রাখে সেই-ই উপযুক্ত স্ত্রী।*

# পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং কেরলে কমিউনিস্টরা সঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত : ভি ভাগাইয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সারাদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গ্রহণযোগ্যতা ও শক্তি বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে স্বয়ংসেবকদের ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপূজার সময় পর্যন্ত তৃণমূলমদতপুষ্ট দুষ্কৃতী ও মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে হিন্দু তথা স্বয়ংসেবকদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের বৈঠকে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ ভি ভাগাইয়া। তিনি জানান, বাংলাদেশ সীমান্ত জেলাগুলিতে জেহাদি মুসলমানদের আক্রমণে হিন্দুরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেরলেও যেভাবে কমিউনিস্টরা ঘৃণ্যভাবে স্বয়ংসেবকদের ওপর আক্রমণ ও তাদের সম্পত্তি নষ্ট করছে, তাতেও তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত কার্যকারিণী মণ্ডলের বৈঠকে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

*সাংবাদিক সম্মেলনে ভাগাইয়াজী (ডানদিকে) ও মনমোহন বৈদ্য।*

প্রথমটি কেরলে কমিউনিস্টদের দ্বারা সঙ্ঘের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ। এতে বলা হয়, সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বৃদ্ধিতে হতাশ হয়ে কমিউনিস্টরা সঙ্ঘের শাখা ও কার্যকর্তাদের ওপর আক্রমণ করে সঙ্ঘকে শেষ করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সঙ্ঘ নিরন্তর দেশমাতৃকার কাজ করে এগিয়ে চলেছে। কার্যকারিণী মণ্ডল এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেরল সরকার ও কেন্দ্র সরকারের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষেরা বৈশ্বিক, আর্থিক সঙ্কট, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি হওয়ার ঘটনায় চিন্তিত। এ সময় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন ভিত্তিক চিন্তাভাবনা, কাজ ও ব্যবহার এই সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। বৈঠকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের জন্য ভারতের বীর জওয়ানদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির চর্চাকেও স্বাগত জানানো হয়।

# নয়া শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব বাড়তে পারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** বিদ্যালয়ের একেবারে শিশুশ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা। বিদ্যালয় স্তরে ভারতীয় ভাষাগুলির বিকল্প হিসেবে বিদেশি ভাষার ব্যবহার এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। শিক্ষার যে কোনো স্তরে ইংরেজি ভাষার বহুল প্রয়োগ, অবস্থাবিশেষে অপরিহার্যতা বন্ধ হওয়া উচিত। দেশ-সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই— এই ধরনের গবেষণাপ্রকল্প খাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থসাহায্য না পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বস্তরের পাঠ্যপুস্তকের যেসব রচনায় ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাবজগৎ এবং মনীষীদের সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য রয়েছে কিংবা পুরাণ-ইতিহাস-সাহিত্যের বিকৃতি রয়েছে সেগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

ভারতে শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস (এস এস ইউ এন) যে দাবিপত্র তৈরি করেছে এগুলি তার মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি সংগঠনের নেতারা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দাবিপত্রটি তুলে দেন। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার করে ই-মেল মারফত জানানো হয়েছে, 'আপনাদের সুপারিশগুলি পেয়েছি। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আগে আমরা যথাযোগ্য আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব।' দাবিগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব হ্রাস করার ওপর। আই আই টি, আই আই এস, এন আই টি-র মতো ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যাতে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারে তার জন্য অবিলম্বে সরকারি স্তরে চিন্তাভাবনা শুরু করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন এস এস ইউ এন-নেতারা। তাদের দাবি, সেসব বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় কথা বলতে দেয় না তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের সঙ্গে বৈঠকের পর এস এস ইউ এন সম্পাদক অতুল কোঠারি বলেন, 'মন্ত্রী স্বয়ং আমাদের দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন।'

# তালাক রোধে কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের বুঝিয়ে দিলেন মোদী

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ উত্তরপ্রদেশের মাহোবায় গত ২৩ অক্টোবর ভোট-প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিলেন তিন-তালাক নিয়ে কোনো সমঝোতায় যাবে না কেন্দ্র। বর্তমানে সংবাদমাধ্যমের একাংশ বিষয়টিকে যেভাবে বিজেপি বনাম বিরোধী কিংবা হিন্দু বনাম মুসলমান ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করছে, তার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া কেন্দ্রের হলফনামায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে সরকার কোনো মহিলার প্রতি অন্যায় আচরণকেই মেনে নেবে না এবং ধর্মের ভিত্তিতেও এই বিভাজন করা হচ্ছে না। বুন্দেলখণ্ডে 'মহা-পরিবর্তন মিছিলে' বলার সময় মোদী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন : 'কোনো হিন্দু যদি কন্যা-ভ্রূণ হত্যায় প্ররোচনা দেন, তাহলে তিনি যেমন জেলে যাবেন, তেমনি ফোনে তালাক উচ্চারণ করে কেউ যদি মুসলমান রমণীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন তারও যাতে কঠোর সাজা হয় তা সুনিশ্চিত করবে কেন্দ্র।'

এই প্রসঙ্গে মোদীর আরও বক্তব্য : 'যদি হিন্দু সমাজে 'পাপ' বলে কোনো বস্তু থেকে থাকে, তাহলে কন্যা-ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে সেই পাপ। আমাদের সরকার মা, মেয়ে ও বোনেদের সামাজিক সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কারণ আমরা মনে করি মহিলাদের সম্মান জানানোটা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হওয়াটা জরুরি।' তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেন তালাক-প্রথা বন্ধ করতে কেন্দ্র কতটা মরিয়া এবং সরকারের নারী-সুরক্ষা বলয়ে মুসলমান রমণীদের যুক্ত করতেও তাঁরা সমস্তরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

রীতিমতো কটাক্ষের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেন : 'টেলিভিশন বিতর্কে এই তিন-তালাক বিষয়টিকে হিন্দু-মুসলমান ইস্যু করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যদিও এটা আসলে যাঁরা মুসলমান সমাজের ভিতর পরিবর্তন আনতে চান বনাম যাঁরা ১২৫ কোটি দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে বুঝতে দিতে চান না প্রকৃত কি হচ্ছে তাঁদের ইস্যু।' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে আধুনিক নারী সমাজও তাদের খুশি গোপন করতে পারেনি।

# ভারতের মাস্টার-স্ট্রোক : সিন্ধুনদে জলসেচ কর্মসূচিতে চার দ্রুত-প্রকল্প কেন্দ্রের

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ উরি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধুনদের বেসিনে জলসেচনের জন্য চারটি দ্রুত-প্রকল্পে হাত দিল কেন্দ্র। জম্মু-কাশ্মীরে প্রায় ২.০৫ লক্ষ একরে জলসেচনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে সরকার। এর ফলে পাক-নিয়ন্ত্রিত ঝিলম, সিন্ধু ও চেনাব নদীর জল আরও বেশি ব্যবহার করা যাবে। এই চারটি প্রকল্পই যাতে যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে বলে মোদী সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্প পুলওয়ামায় তাল সেচ প্রকল্প, কার্গিলে প্রাকাচিক খাউস খাল প্রকল্প এবং জম্মুর সাম্বা ও খাটুয়ায় মূল রবি খালের পুনরুদ্ধার ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প চলতি আর্থিক বর্ষেই শেষ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বরের মধ্যে রাজপোরা লিফট জলসেচ প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা চূড়ান্ত হয়েছে। প্রথম তিনটি প্রকল্পে অন্তত ১.৪৫ লক্ষ একর জমি সেচের আওতায় আনা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর চতুর্থ প্রকল্পে ৫৯ হাজার ৩০৫ একর এলাকা সেচযোগ্য হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

প্রসঙ্গত, জম্মু-কাশ্মীরের প্রায় ১৩ লক্ষ একর এলাকা সেচের আওতায় আনার ক্ষমতা ভারতের হাতে রয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে ওই চারটি প্রকল্প কার্যকরী হলে জম্মু-কাশ্মীরের জলধারণ ক্ষমতা সন্তোষজনক মাত্রায় পৌঁছে যাবে। চারটি প্রকল্পে খরচ হচ্ছে প্রায় ১১৭ কোটি টাকা, যা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে মেটানো হবে।

যদিও ভারতের এই পদক্ষেপে রীতিমত প্রমাদ গুণছে পাকিস্তান ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন 'জল ও রক্ত একইসঙ্গে বইতে পারে না' বলে, তেমনি ভারতও কূটনৈতিকভাবে সিন্ধু জল চুক্তি পর্যালোচনা করতে শুরু করেছে উরির ঘটনায় ১৯ জন সৈনিকের প্রাণ যাওয়ার পরেই। পাকিস্তানের দুশ্চিন্তার কারণ, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ওদেশে জলপ্রবাহে স্বাভাবিকভাবেই ভাটার টান পড়বে। অন্যদিকে হুরিয়ত কনফারেন্সের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থীদের মদতদাতাদের আশঙ্কা এই জলসেচ প্রকল্পে জম্মু-কাশ্মীরের কৃষিক্ষেত্রে যে উন্নতি হবে তাতে যুবকরা যোগদান করলে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা সঠিক অর্থেই মাঠে মারা যাবে। সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল না করেও ভারতের এই পদক্ষেপ কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী বলে মনে করা হচ্ছে।

# সালিশি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা উন্নত করতে মোদীর উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ধারাবাহিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বৃদ্ধির নিরিখে ভারত সারা বিশ্বের কাছে এখন একটি 'উজ্জ্বল বিন্দু' বিশেষ। কিন্তু আদালতে মামলার পাহাড় জমে থাকার কারণে বাণিজ্যক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির আইনানুগ সমাধান করতে প্রায়শই দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এ দেশে সালিশি নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ঠিকমতো গড়ে না ওঠাই এর কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ মহল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি এ ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের সালিশি বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করার ব্যাপারে তাঁর সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একমাত্র তা করতে পারলেই বাণিজ্যক্ষেত্রের সমস্যাগুলির দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর কোনো সরকারই এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

নীতি আয়োগ পরিচালিত একটি সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটি উন্নত এবং সাশ্রয়কর সালিশি বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের আশু কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আদালতের চক্করে পড়তে চান না।' তিনি আরও বলেন, 'ব্যবসায়ীরা হাটেবাজারে সর্বত্র আইনের শাসন দেখতে চান। নিয়মকানুন নিয়ে খামখেয়ালিপনা তাদের পছন্দ নয়। সুতরাং দেশে আইনের মজবুত পরিকাঠামো যেমন দরকার তেমনি তার পাশাপাশি একটি সমান্তরাল সালিশি বিচারব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার।'

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর। তিনি বলেন, 'সালিশি বিচারব্যবস্থা ভারতে পিছিয়ে রয়েছে। যেখানে চীনে প্রায় ৩০০টি সালিশি বিচারালয় রয়েছে সেখানে ভারতে রয়েছে মাত্র ২-৩ টি।'

## উবাচ

" অরুণাচল প্রদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সফর যুক্তিসঙ্গত। কেননা অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। "

**বিকাশ স্বরূপ**
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র

*এবিষয়ে চীনের প্রতিবাদের প্রসঙ্গে*

" তালাক বিতর্ককে হিন্দু বনাম মুসলমানের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। "

**নরেন্দ্র মোদী**
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

*সাম্প্রতিক তালাক নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে*

" ইচ্ছে করে ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করেছে কী করেনি সেটা বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু যারা নিশ্চিত ভাবে ৫০০ কোটি বা তারও বেশি টাকা ঋণ নিয়েছে তাদের নাম জানার অধিকার সাধারণ মানুষের আছে। "

**রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে সুপ্রিম কোর্ট**

*ইচ্ছে করে ঋণ শোধ করেনি এমন লোকেদের নামের তালিকা প্রসঙ্গে।*

" মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে অখিলেশের। কিন্তু তাঁর মনে রাখা দরকার, আমি এখনও দুর্বল হয়ে যাইনি। "

**মুলায়ম সিং যাদব**

*সমাজবাদী পার্টি যাদবকুলে নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ প্রসঙ্গে।*

" জাতপাত ভিত্তিক সংরক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্যই একে ব্যবহার করা হয়। এই সংরক্ষণে কেবলমাত্র ০.১ শতাংশ দলিত এবং ওবিসি-ই লাভান্বিত হচ্ছে। "

**মার্কণ্ডেয় কাটজু**
সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

*জাতপাত ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রসঙ্গে এ টুইটবার্তায়।*

# নরেন্দ্র মোদীর মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাড়িয়ে দিল কষ্ট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনাকে শুভবিজয়ার অভিনন্দন।

এবারের বিজয়া দশমীতে নতুন মাত্রা এনে দিলেন আপনি। বহুদিন পরে প্রকাশ্যে আপনার মুখ থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শোনা গেল। শুধু আপনি কেন বিজেপির প্রথম সারির নেতারা ভুলেই গেছেন ওই ধ্বনি। ভুলেই গেছেন যে, এই দেশের মানুষের একটা অন্যতম প্রধান দাবি, অযোধ্যায় ভব্য রামমন্দির গড়ে তোলা। সেদিন রাবণ-দহন অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপনি যখন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলছিলেন তখন মনে পড়ছিল, আরে এটাই তো বিজেপির অন্যতম প্রধান স্লোগান হওয়ার কথা। বিজয়া দশমীর গোটা বক্তব্য জুড়েই ছিল রামনাম। তখনই সংবাদমাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছিল, বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই কি মেরুকরণের পথে হাঁটতে চাইছে বিজেপি?

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ, সত্যিই তো অনেক অনেক দিন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শোনা যায়নি। দেশের হয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়ে আপনি এখন জন-গণ-মন-অধিনায়ক। গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের যে মর্যাদা আপনি তুলে ধরেছেন তা অভূতপূর্ব। কিন্তু মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের জন্মভূমি এমন করে পড়ে থাকবে? একটা বড় কাজের দায়িত্ব যে আপনার রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 'বেটি বাঁচাও', 'স্বচ্ছভারত অভিযান' এসব ছোট নয়, কিন্তু রামমন্দির? কবে হবে?

বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার কি সত্যিই কিছু করছে!

অযোধ্যায় বিতর্কিত রাম-জন্মভূমির কাছে রামায়ণ সংগ্রহশালা বানাতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। সংগ্রহশালার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে এসেছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী মহেশ শর্মা। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে রেকর্ড জয় পেয়েছিল বিজেপি। ৮০টি আসনের মধ্যে ৭০টি নিজের ঝুলিতে ভরেন অমিত শাহ। একটিও আসন পায়নি বহুজন সমাজপার্টি। সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী জয় পেয়ে কোনোরকমে কংগ্রেসের মান রক্ষা করেন। রাজ্যের শাসক মুলায়ম সিংহের সমাজবাদী পার্টিও তেমন সুবিধা করতে পারেনি। সেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন সামনেই। তার আগে ২২৫ কোটি টাকা খরচ করে অযোধ্যায় রামায়ণ সংগ্রহশালা তৈরির উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে। তবে কি অযোধ্যা শুধুই ভোটের ইস্যু!

সেই কাজে তো কেউ কম যায় না। সমাজবাদী পার্টি ভেঙে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়েও নির্বাচনের মেরুকরণের লক্ষ্যে একটি ইন্টারন্যাশনাল রামলীলা থিম পার্ক তৈরির কথা ঘোষণা করে। সেটি হবে রামায়ণে বর্ণিত সরযূ নদীর পাড়ে। ঠিক তার পরেই অযোধ্যার রামমন্দিরের ১৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে তৈরি হচ্ছে রামায়ণ সংগ্রহশালা। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশের পর্যটনের স্বার্থেই প্রয়োজন এই রামায়ণ সংগ্রহশালা। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী মহেশ শর্মা বলেছেন, 'এর মধ্যে রাজনীতি নেই। ভারত-সহ প্রতিবেশী দেশগুলিতে (নেপাল, শ্রীলঙ্কা) যেখানে রামায়ণের প্রভাব পড়েছে, সেই স্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বৃহত্তর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।' ২৫ একর জমিতে রামায়ণ সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। এর পরে রামকে নিয়ে অযোধ্যা বা চিত্রকূটে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্বের ১২টি দেশের প্রতিনিধি তাতে যোগ দেবে বলেও দাবি কেন্দ্রের। এসব খবর পড়ার পরে মনে হয়েছে যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে। রাম, রামায়ণ নিয়ে চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেটা শুধু পর্যটনের স্বার্থে কেন? কেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাভিমানের স্বার্থে নয়?

মোদীজী, রামের নাম যখন নিলেন, এ বার রামের মন্দিরটাও তৈরি হোক। রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও, লোকসভায় সরকারের বিল পাশ করা উচিত। রামমন্দির নির্মাণ না হলে দেশের মানুষ যে শান্তি পাবে না।

—**সুন্দর মৌলিক**

# তিন তালাক নিয়ে দেশে অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে তৃণমূল ছাড়া আর কোনো দল যোগ দেয়নি

তিন তালাক বিতর্ককে কেন্দ্র করে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মাতব্বররা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর অপচেষ্টা করেই চলেছে। এই মাতব্বরেরা ধরেই নিয়েছিল যে উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনের মুখে তারা ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করে বিজেপিকে কঠিন লড়াইয়ে ঠেলে দিতে পারবে। কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত হয়নি। ল বোর্ডের মাতব্বরদের দেশে অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাজনৈতিক দল যোগ দেয়নি। তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদ ল বোর্ডের একজন অতি সক্রিয় সদস্য। তাঁর উদ্যোগে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ২০ নভেম্বর ল বোর্ডের প্রকাশ্য জনসমাবেশ হচ্ছে। এই সমাবেশ থেকে ধর্মীয় অনুশাসন রক্ষার জন্য মুসলমানদের ডাক দেওয়া হবে। মুসলিম ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ ওয়ালি রহমানি স্পষ্টই হুঙ্কার দিয়েছেন শরিয়তি আইনের ক্ষেত্রে কোনো বিতর্ক বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হলে মুসলমানরা মেনে নেবেন না। পরিণামে যদি সারা দেশে রক্তস্রোত বয়ে যায় তার দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার, আইন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্টকে। শরিয়তি আইনের জন্ম কোরানের উপদেশ থেকে। কোরান আল্লার বাণী, যা পরিবর্তন করা যায় না। যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে না। ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদের সামনে সমাবেশে ধর্মীয় নেতা হজরত নুরুর রহমান বরকতি বলেন, 'তালাক নিয়ে মোদীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আন্দোলন (পড়ুন জেহাদ) শুরু হবে। কারণ, মমতার প্রশাসন আমাদের সমব্যথী। এটা গুজরাত নয়। আইন কমিশন মোদীর সরকারের হয়ে কাজ করছে।'

অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলিম ল বোর্ড এবং তার দোসর অল ইন্ডিয়া মজলিশি সুরার মাতব্বররা ধর্ম নিয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলছে। এদের পিছনে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আইয়ের মদত থাকলে অবাক হবো না। খুঁটির জোর না থাকলে এইসব 'আপনি মোড়লরা' বেড়াল

**গূঢ় পুরুষের কলম**

থেকে হঠাৎ বাঘ হতে পারে না। খারাপ লাগছে যখন তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদ বুক বাজিয়ে বলছেন তাঁদের জেহাদি আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন সঙ্গে আছে। আন্দোলন যদি পরে হিংস্র চেহারা নেয় তখন কি তার দায় মমতা দিদি নেবেন? মনে রাখতে হবে যে ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে আন্দোলন করা আর আগুন নিয়ে ছেলেখেলা করাটা সত্যি খুব বিপজ্জনক। এই সত্যটা দিদি যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই এই রাজ্যের মঙ্গল।

প্রখ্যাত প্রবন্ধ লেখক সেমন্তী ঘোষ সম্প্রতি তাঁর এক লেখায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন রেখেছেন। তিনি বলেছেন, তালাক আছে বলেই নাকি মুসলমান সমাজে স্ত্রীদের প্রাণে না মেরে তালাক দিয়ে অন্তত বাঁচিয়ে রাখা যায়। মুসলমান পুরুষের বহুবিবাহ নাকি সমাজের মঙ্গলের জন্যই অবশ্য পালনীয়। না হলে অনৈতিক কাজকর্ম হু হু করে বাড়বে। রক্ষিতা অথবা অবৈধ সম্পর্ক আটকাতেই চারটি করে বিবি দরকার। মুসলিম সমাজ যে হেতু পুরুষ শাসিত তাই স্বামী ইচ্ছামতো স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইতেই পারে। হ্যাঁ, ঠিক এইসব যুক্তিই মুসলিম ল বোর্ড দেখিয়েছে। বোর্ডের মাতব্বররা যদি এবার বলে যে কাফের বা অবিশ্বাসীদের কোতল করাটাও কোরান অনুমোদিত কর্তব্য তখন মমতা দিদি কি বলবেন? আমরা ভুলে গেছি যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন পার্সোনাল ল বোর্ডও আছে। এই উইমেন ল বোর্ডের সদস্যরাও তালাক ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছেন। এঁরা বলছেন, শরিয়ত মতে তিন তালাক অসিদ্ধ। ইরান, তুরস্ক, বাংলাদেশ এমনকী পাকিস্তানেও তিন তালাক মানা হয় না। তালাক কোরান বিরোধী। ভারতীয় মহিলা মুসলিম সংগঠন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে যে তাদের সমীক্ষা অনুসারে দেশের ৯২ শতাংশ মুসলমান মেয়েই তালাকের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা চায়। তালাক ধর্মের বিষয় নয়।

ধর্মের নামে পুরুষতান্ত্রিক অত্যাচার। বহুবিবাহ ব্যাভিচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। একই কথা বলেছেন আলিগড়ের সমাজকর্মী মারিয়া আলম উমর। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তিন তালাক তো নিষিদ্ধ করতেই হবে এবং তার সঙ্গে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকেও নিষিদ্ধ করা হোক।

মিডিয়া তিন তালাক নিয়ে চলা বিতর্কে দেশের ৯২ শতাংশ মুসলমান মেয়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর চাপা দিয়ে রেখেছে। ভারতের মিডিয়া কাদের স্বার্থরক্ষা করছে? প্রতিবাদী এই ভিন্ন কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাবো না কেন? এই জন্যই মুসলমান-প্রধান দেশে নিষিদ্ধ হলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের দেশ ভারতে তিন তালাক চালু আছে। মিডিয়ার মাতব্বররা তিন তালাক, বহুবিবাহ এবং নিকাহ হালালের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে মুসলমান মহিলাদের মতামত নিয়ে সমীক্ষা করছে না কেন? একুশ শতকের ভারতে বসে ল বোর্ডের মোল্লারা যখন বলেন, বিবাহিত মুসলমান পুরুষের অধিকার তাদের স্ত্রীদের থেকে বেশি তখন মিডিয়া সেই মোল্লাদেরই প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। কেন? ■

# বিদেশনীতিতে নরেন্দ্র মোদী কি বেশি বেপরোয়া?

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

'নরেন্দ্র মোদী তাঁর বিদেশনীতিতে প্রয়োজনের থেকে বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন। তাঁর বিদেশনীতি বড্ড বেপরোয়া ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক'— এই অভিযোগগুলি আজকাল বার বার শোনা যাচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট তাঁর ভাষণে বালুচিস্তান প্রসঙ্গসূত্রে আরও একবার সমালোচনার তির তাঁর দিকে ধেয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে সিওলের পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠীতে প্রাধান্য বিস্তার বা তাঁর ঘন ঘন বিদেশসফর নিয়ে বিরোধীরা লাগাতার প্রশ্ন তুলে আসছেন।

এই সমালোচনা কতটা সঙ্গত? উত্তরটা পেতে গেলে একটু ভাবতে হবে। এটা সত্যি যে সমালোচনার সিংহভাগই আসছে মোদীর রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছ থেকে বা আরোও স্পষ্ট করে, যাঁরা তাঁর কাজের কট্টর বিরোধী তাঁদের কাছ থেকে। আবার অনেক প্রবীণ কূটনীতিক যাঁরা অতীতে সততার সঙ্গে দেশসেবা করেছেন তাঁরাও সময়ে সময়ে মোদীজীর কাজ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চিন্তাবিদরা স্পষ্টতই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ কেউ একেবারে খড়্গহস্ত তো কেউ আবার বেশি মাত্রায় সহানুভূতিশীল। তাঁদের এমনটা হবারই বা কারণ কী?

দীর্ঘদিন ধরে গতে বাঁধা প্রটোকল মেনে যাঁরা সবকিছু ঘটে যাওয়া দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের সাবধানী দৃষ্টিতে মোদীজীর কাজকর্ম একটু বেমানানই ঠেকছে। একজন আপাদমস্তক বাস্তববাদী রাজনীতিক যিনি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সবস্তরেই তাঁর পদক্ষেপের সাময়িক বা দীর্ঘকালীন ফল কী হতে পারে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পা ফেলতে অভ্যস্ত তাঁর স্বভাবটাই বুঝে উঠতে অনেকে হিমশিম খাচ্ছেন।

লাভ লোকসানের হিসেব করে পা ফেলার সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশের কূটনীতিতে নতুন নয়, বিশেষ করে আমেরিকায়। সেখানেও রাষ্ট্রস্তরীয় আমলাতন্ত্র ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে এবং তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে আরও সুচিন্তিত মতামত দিতে পারেন। এর মানে এই নয় যে, প্রথাগত কূটনীতি অপ্রাসঙ্গিক বা পুরনো। এরকমটার পেছনে কারণ থাকে সিদ্ধান্তে দক্ষতা আনা যেখানে রাষ্ট্রপতি একটু ভিন্ন পথের চিন্তাভাবনাকে প্রাধান্য দেন। ভারতের ক্ষেত্রে সে কাজ করেন প্রধানমন্ত্রী। এসবই অতীতে ঘটে গেছে। এরকম ঘটনা ঘটেছিল মনমোহন সিং-য়ের ক্ষেত্রেও। তাঁর বিদেশমন্ত্রক পরমাণু চুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিকল্পনা বাতলেছিল, আর তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার উপর অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একইভাবে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার নেওয়ার দু' মাসের মধ্যেই 'পোখরান-২' নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি যদি বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শ নিতে

যেতেন আর তাঁদের ঠিকঠাক জমি বা একটা উপযুক্ত সময় বাছার দায়িত্ব দিতেন তবে কোনোদিনই পোখরান পরমাণু পরীক্ষা হয়ে উঠতো না। মোদীজীর ক্ষেত্রে এই ঝোঁকটা একটু বেশি প্রকট। তার কারণ হলো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কখনই নিজেকে আমলাতন্ত্রে আবদ্ধ রাখেননি। বরং কাজের প্রকল্পগুলিকে চটজলদি রূপ দিতে প্রশাসনিক কর্তাদের লাগাতার চাপ দিয়ে গেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতাটাই তিনি কূটনীতিতে প্রয়োগ করেছেন। তাই তিনি ঠিক কি ভুল তার বিচার করার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনি মানুষটা কেমন তা বোঝা। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের পথে হাঁটছেন না বা দিল্লীর কূটনৈতিক মহল তাঁকে যেমনটি দেখতে চাইছেন তেমন হয়ে উঠছেন না বলে অনেকের মধ্যে হতাশা দেখা দিচ্ছে। বিদেশনীতির পাকামাথারা তাঁর চাল বুঝে উঠতে পারছেন না।

তাঁর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কীভাবে নীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করছে তাও তাঁরা মেলাতে পারছেন না। তাঁর সঙ্গে সকলকে একমত হতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে তাঁকে বোঝার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। অনেক নেতাই এমন অনেক বিদেশনীতি অনুসরণ করেছেন যা স্বাভাবিক কূটনীতিক বুদ্ধির অগম্য। বালুচিস্তানকে নিয়ে কূটনীতির চালেও তিনি অবস্থান বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

এরকম বিতর্কিত একটা উদাহরণ হলো ইরাকের বিষয়ে মধ্যস্থতা করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সওয়াল। 'পাকঅধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ' বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে কাশ্মীর নিয়ে এই কথাটা বলতে বা নিজেদের মনোভাব আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেছে ভারত। সম্প্রতি উরির সেনাছাউনিতে পাক মদতে জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অতর্কিত সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মধ্যেও মোদীজীর স্বতন্ত্র ভাবনার ছাপ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পর্বতপ্রমাণ চাপ সামলে তিনি পাকিস্তানকে যে ভাষায় জবাব দিয়েছেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। সামরিক পদক্ষেপের একমাত্র পরিণতি যে যুদ্ধ হতে পারে না বরং সীমায়িত সামরিক পদক্ষেপ কূটনীতির একটা বড় অস্ত্র হতে পারে তা ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতিতে মোদীজীই প্রথম সংযোজন করলেন। সিন্ধু জলচুক্তির পুনর্বিবেচনা, সার্ক বৈঠক বয়কট এইসব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে এই প্রত্যাঘাত কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়, বরং পাকিস্তানের উপর লাগাতার চাপ বাড়িয়ে কূটনীতিকে একটি অন্যস্তরে নিয়ে যাওয়া।

আর মোদীজীর 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' কূটনীতির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বেশ লক্ষণীয়। এক, মোদীজী এমন এক ঘরানার রাজনীতিক যেখানে ব্যক্তিমত প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তিনি নিজে একথা স্বীকার করেছেন যে, খানিকটা কম অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে এসেছেন। জাতীয় রাজনীতিকে ভালভাবে জানবার অসীম কৌতূহল তাঁর মনে ছিল। তবে তিনি এটা জানতেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ প্রথম দু-তিন বছরই পাবেন। তাই নেহরুর পথে মোদীজীও তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাকে জোরালোভাবে কূটনীতিতে প্রয়োগ করছেন এমন ভাবনাটা নিতান্ত অমূলক। তাঁর রাজনীতিতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার বদলে দলের তত্ত্ব বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই সবসময় অগ্রাধিকার পায়। তবে তাঁর কূটনীতিতে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা আর সাবলীলতা আছে যা বিগত সরকারের সময় একেবারেই ছিল না।

স্বাধীন ভারতে কিছুক্ষেত্রে বাজপেয়ীজী বাদে আর কোনো প্রধানমন্ত্রীর হয়তো সে সুযোগ ছিল না নতুবা তাঁরা চেষ্টাই করেননি। এই ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব বলে বার বার আমরা ভুল করছি। সম্প্রতি এক বিদ্বজ্জন (বুদ্ধিজীবী শব্দ পাল্টে এখন এটা হয়েছে) আক্ষেপ করেছেন যে, কীভাবে দেশটা নেহরুর ভারত থেকে মোদীর ভারত হয়ে গেল! এখানেও একই ধরনের বোধগম্যতার অভাব রয়েছে। তবে যাই হোক, লাভটা ভারতেরই হবে। 'নেহরু ভারতের' পরিচয় ছিল তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্বল দেশ হিসেবে আর আজকের ভারতের (মোদীর ভারত নয়) মধ্যে বিশ্বের প্রথম সারিতে উত্তরণের স্পর্ধা দেখা যাচ্ছে।

মোদীজী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন। আমেরিকার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে কিন্তু চীনের সঙ্গে সেভাবে হয়নি। তবুও তাঁর ব্যতিক্রমী কূটনীতি দিয়ে চীনকে যথেষ্ট চাপের মধ্যে রেখেছেন। যতই খুঁত ধরা হোক না কেন, তাঁর বাস্তববাদী এই পদক্ষেপগুলি বিদেশনীতিতে বেশ ভালো রকমই কাজ করছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে সফর করে তিনি কোনো দ্বিতীয় সারির নেতা বা বিরোধী নেতার সঙ্গে কথা বলেননি। তাঁর আলাপ-আলোচনা সবসময়ই সে দেশের নির্বাচিত শক্তিশালী নেতৃত্বের সঙ্গে সীমাবদ্ধ থেকেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেও বিদেশনীতিতে পরিবর্তন এনে তিনি আখেরে ভারতের প্রভাব বাড়িয়েছেন।

দুই, মোদী এমন এক সেনাপতি যিনি সবসময় সম্মুখ সমরে যেতেই পছন্দ করেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে, 'ওয়াররুমে' বসে থাকা তাঁর ধাতে নেই। কূটনীতিক নেতৃত্বের এটাই একমাত্র বিশেষত্ব নয়, কিন্তু তিনি এই পথটাকেই বেছে নিয়েছেন। এই কারণেই তিনি পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠী অভিযান সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করেছেন আর তার পরিণতি মেনেও নিয়েছেন। পরমাণু দায়বদ্ধতার প্রস্তাবেও তিনি ভালোমতো নিজেকে জড়িয়েছেন যার জেরে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কটা কিছুটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি এটাকে একটা ক্লান্তিকর আপস মীমাংসার পথে নিয়ে যাননি। তাঁর এধরনের পদক্ষেপে ভারত কিন্তু লাভবানই হচ্ছে। ■

# বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

'স্বস্তিকা'র ৬৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যাটি চমৎকার, তথ্যপূর্ণ। লেখাগুলি সুন্দর, বহুমাত্রিক। লেখক, সম্পাদক, সংবাদদাতাদের আন্তরিক অভিনন্দন। গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা-দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানের অধিকারে থাকা বালটিস্তান-গিলগিট- অধিকৃত কাশ্মীর আর বালুচিস্তান সম্পর্কে স্পষ্ট সাহসী দূর প্রভাবী মন্তব্য করেছেন। সেই সূত্রে উক্ত সংখ্যাটি সময়োপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ আর বাংলার পাকিস্তানপ্রেমী রাজনৈতিক জীবদের চিন্তার শূন্য ভাণ্ডারে তরঙ্গ তুলতে না পারলেও 'স্বস্তিকা'-পাঠকদের ভাবনা চিন্তাকে সমৃদ্ধ করবে সন্দেহ নেই। এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার পর থেকে। অতিরিক্ত কিছু কথা জানাতে এই রচনা।

**১. ইতিহাসের প্রেক্ষাপট :**

স্বস্তিকা-য় এনিয়ে প্রণয় রায় তথ্য দিয়েছেন— চমৎকার সাজিয়েছেন। ১৬৬৬ থেকে বালুচিস্তানের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বুঝতে লেখাটি অপূর্ব। সামান্য সংযোজন আছে।

বালোচ-রা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আপত্তি করেছিলেন! (সূত্র : ওয়াশিংটন পোস্ট)। 'পণ্ডিত' নেহরুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি কী ছিল জানি না।

১১ আগস্ট ১৯৪৭ বালুচ-রা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বস্তুত তাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবেই বিবেচ্য। ১৬৬৬ থেকে ১৮৩৯ তারা ছিল স্বাধীন। ১৮৩৯ সালে ইংরেজরা বালুচিস্তান দখল করে। ১১ আগস্ট ১৯৪৭ ব্রিটিশ সরকার বালুচদের স্বাধীনতা মেনে নেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের জিন্নাও এই স্বাধীন বালুচিস্তানকে স্বীকার করে নেন। তখন 'স্বাধীন কালাত সরকার' জিন্নার স্বীকৃতি পায়। কালাত— বালুচিস্তানের প্রাচীন রাজধানী। সেই সূত্রে ১৮৩৯ সালে এই অঞ্চলটি কালাত হিসাবে পরিচিত ছিল। যাইহোক ১১ আগস্ট ১৯৪৭-এর ঘোষণার পর 'পাকিস্তান-কালাত' চুক্তি হয়। বালোচ-রা ঘোষণা করে তাদের প্রশাসন ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা। ১২ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭— কালাত/বালুচিস্তান সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এসব স্বীকৃতি পায়। কালাত/বালুচিস্তানের সংসদ ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ আবার বসেছিল।

ইংরেজরা বালুচিস্তানে গড়তে চেয়েছিল একটি বন্দর। সেটা ছিল রাশিয়ার 'হটওয়াটার পলিসি'-র প্রতিক্রিয়া। জারের

> স্বাধীন বালুচিস্তান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোনো রহস্যময় কারণে সেই অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা! সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যখন ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভারতভুক্ত করে চলেছেন তখন পণ্ডিতজীর এই ব্যবহারের ব্যাখ্যা কি সুধী পাঠক বিবেচনা করবেন?

সময় থেকেই এই চেষ্টা চালিয়ে আসছে তারা। সাম্যবাদী বিপ্লবের পর সে কাজ থামেনি। প্রমাণ, আফগানিস্তানে সাম্যবাদ চালানোর চেষ্টা আর দখলদারি। সেই ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। রাশিয়ার বদলে দখলদার এখন চীন। বালুচিস্তানে তারা বন্দর গড়ছে গোয়াদরে। সেকথা পরে।

১৯৪৮-এ ইরান বালুচিস্তান দখল করতে অভিযান করে। বালোচ-রা সেই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। তখন তাদের বালোচ রেজিমেন্ট যথেষ্ট শক্তিশালী।

১৯৪৮-এর ২৭ মার্চ পাকিস্তান বালুচিস্তান আক্রমণ করে। সেই সামরিক অভিযান চলে আরো কিছুদিন। ১ এপ্রিল বালুচিস্তান দখল হয়ে যায়। করাচিতে বালোচদের সঙ্গে চুক্তি হয়। স্থির হয় প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য ব্যাপারে বালোচ-রা স্বাধীনতা ভোগ করবে।

**২. ভৌগোলিক পরিবেশ :**

পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ জমি ছেড়ে বালুচিস্তানের দক্ষিণে আরব সাগর, উত্তরে আফগানিস্তান, পশ্চিমে ইরান। ১৮৯৩ ইংরেজ- আফগান সমঝোতার পর 'ডুরান্ডরেখা' টানা হয়। বালুচিস্তানের খানিকটা চলে যায় আফগানিস্তানে, কিছুটা যুক্ত হয় পাখতুন এলাকায়। বালুচিস্তানের আয়তন ৩৪৭,১৯০ বর্গ কিমি।

স্বাধীনতার সময় বালুচিস্তান ছিল কিছু দেশীয় রাজ্যের সমাহার। মাকরান, খারান, লাসবেলা, খানাতে অব কালাত প্রভৃতি। এখন বালুচিস্তান জিয়ারাম, কোয়েটা, কালাত, মুসলিমবাগ, খানোজাই, চাগাই, খারান, তুরবাত, দালবানদিন ইত্যাদি জেলায় বিভক্ত। বর্তমানে রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহর কোয়েটা। সমুদ্র বন্দর গোয়াদর।

বালুচিস্তানের মূল অধিবাসী বালোচ। এছাড়া পাশতুন, ব্রাহুই-রা আছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। সামান্য কিছু হাজরা, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, উদেবেক আর তুর্কি-রাও এখানে বাস করে। পাকিস্তানের অত্যাচার, কৌশলী অভিবাসন-নীতির জন্য বালুচিস্তানে এখন বালোচ-রা সংখ্যালঘু! তাদের সংখ্যা এখন শতকরা ৪৮ জন। সংখ্যাগুরু হয়েছে আফগান-পাশতুনরা।

হাজারা-রা শিয়া। কোয়েটাতেই সংখ্যা ৫ লক্ষের বেশি। বালুচিস্তান মরুময়, পাহাড় পর্বতে ঘেরা, অনুর্বর অঞ্চল। শীর্ণ জলধারা দামাত নদী। জলের উৎস খুবই কম। সমস্ত তল্লাট জনবিরল। কোয়েটার কাছে বোলান-গিরিপথ ও নদী। বালুচিস্তানের একটি দ্বীপ আস্তোলা। আরব সাগরের এই দ্বীপটি চমৎকার।

**প্রাকৃতিক সম্পদ :**

বালুচিস্তানের প্রকৃতি নিষ্ঠুর। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ অবারিত। প্রাকৃতিক গ্যাসে দেশটি সম্পন্ন। পাকিস্তানের প্রায় সব প্রাকৃতিক গ্যাস এখানে। এখানকার তৈল শোধনাগার থেকে দিনে ২০ হাজার ব্যারেল তেল তোলা হয়। আছে মার্বেল পাথরের কারখানা। মাকরানা পাথর বিশ্ববিখ্যাত। রোকোদিক অঞ্চলে সাইনদাক সোনা আর তামার খনি। এই বিপুল সম্পদ নিত্য লুণ্ঠন করছে পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্র। তাদের সাগরেদ হয়েছে চীন।

**ভাষা :**

১৯৯৮-এর হিসাব থেকে জানা যায় বালুচিস্তানের প্রধান ভাষা বালোচি। সে ভাষায় কথা বলে ৫৪.৮ শতাংশ মানুষ। আর আছে— পাশতো (২৯.৬ শতাংশ), সিন্ধি (৫.৬ শতাংশ), পঞ্জাবি (২.৬ শতাংশ), পাঞ্জাবি (সারাইডি) (২.১ শতাংশ), উর্দু (০.১ শতাংশ), অন্যান্য (৩৩ শতাংশ)। এই সবই বালুচিস্তানে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত।

অঞ্চলটিতে প্রচুর ঘরোয়া বুলি প্রচলিত। মাকরানি, রুখসানি, সুলেমানি বালোচভাষার উপভাষা। ব্রাহুই, লাসি, হাজারগি, দেহবারি, জারি, তাজিক, হিন্ডকো, উজবিক আর হিন্ডকি উপভাষাও এদেশে প্রচলিত।

**৩. বালুচ জনতত্ত্ব :**

বালোচ-রা মিশ্রজাতি। আদিতে তারা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। ব্রাহুই ভাষাভাষীরা এখনও অবিমিশ্র দ্রাবিড়— বাহুই দ্রাবিড় ভাষা। আরাবল্লীর বৃষ্টিছায়া অঞ্চলে তারা বহু সহস্রাব্দ বসবাস করছে। বাকি অংশ চলে গেছে দাক্ষিণাত্য— শ্রীলঙ্কা এমনকী পশ্চিমবঙ্গে রাজমহল পাহাড়ের ঢালে। পারস্য—আরব—মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গড়ে উঠেছে বালোচ জাতি। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় বালোচ-রা আলাদা। খাইবার গিরিপথের জনগোষ্ঠীগুলিও তেমনি— বিশেষ করে পাশতুনরা। তারা চিরকালই স্বাধীনচেতা। পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবি মুসলমানরাই প্রধান। সিন্ধু প্রদেশও ভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস। হিন্দু সিন্ধিরা অধিকাংশ ভারতে চলে এসেছে স্বাধীনতার পর।

**৪. বালুচিস্তানের ধর্ম :**

হরপ্পা-সভ্যতার পশ্চিম-প্রান্ত হিসাবে বালুচিস্তানের আদিকালের ধর্মজীবন ছিল সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ। প্রমাণিত হয়েছে সে সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির কোনো পার্থক্য ছিল না। আর্য জাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মতলবি এবং আজগুবি ভাবনা বলে পরিত্যক্ত হয়েছে।

মেহেরগড়-সভ্যতার বিকাশ ক্ষেত্রে বালুচিস্তান ছিল। সুতরাং বালোচদের আদি ধর্ম হিন্দু।

স্কাইথিয়ান রাজবংশের পারাটারাজরা এখানে শাসন করতেন। এরপরে এই অঞ্চল কুসান-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখন বালোচরা ছিল বৌদ্ধ।

৬৫৪-তে আবদুল রেহমান ইবন সামরাহ-র এক দল আক্রমণকারী দক্ষিণ আফগানিস্তানের জারাঞ্জ-বিদ্রোহ দমন করতে এসে, বালোচদের অধীনে আনে। বালুচিস্তানে ইসলাম ধর্ম সর্বাত্মক হলো সপ্তম-শতাব্দীর শেষ দিকে। রাশিদুন খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হলো এই অঞ্চল। দাওয়ার, কোয়ানডাবিল নগরগুলি দখল করল ইবনের বাহিনী। তখনও (৬৫৪-৫৬ খ্রি.) বালুচিস্তান সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্মকে মেনে নেয়নি। কালকান নামক পাহাড় ঘেরা শহর বশ্যতা স্বীকার করেনি। কালকানই

এখনকার কালাত। অবশিষ্ট বালুচিস্তান শাসিত হোত আফগানিস্তান থেকে। কালিক আলি জারাঞ্জ থেকে এলাকাটি শাসন করতেন। তিনি কালকান দখল করে নেন ৬৫৬-তে। ৬৬৩-তে উম্মাইয়া খিলাফতের অন্তর্গত হয় গোটা এলাকা। আব্বাসি খিলাফতের অংশ হিসাবে উম্মাইয়া খিলাফত ধর্ম-জীবন শাসন করতে থাকে।

**৫. স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রাম :**

১৮৭৬ ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার রবার্ট স্যান্ডেম্যান বালুচিস্তানের কালাত-চুক্তির মাধ্যমে মাকরান, খারান, লাস বেলা আর কালাত-কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বালোচ-রা এই অধীনতা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। ১৮৩৯-এর নভেম্বর থেকে ১৮৭৬ চলেছে লড়াই। কালাত-রক্ষায় প্রাণ দেন দিওয়ান বুচামল। আত্মোৎসর্গী বীর বুচামল ছিলেন হিন্দু।

১৯৪৮ পাকবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বালোচ-রা সংগ্রাম করে। এর নায়ক নবাব আকবর বুগতি। তিনি ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা চেয়েছিলেন— স্বাধীন বালুচিস্তান বা ভারতে অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। জওহরলাল নেহরু এই আবেদন খারিজ করেন। এর সামান্য আগে কালাতের শাসক (খান) আহমদ ইয়ার খান কালাতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। ১৯৪৮-এর ২৭ মার্চ জিন্নার সঙ্গে চুক্তি হয়— কালাত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে আহমদ ইয়ার খানের ভাইরা আগা অবদুল করিম বালোচ, মুহঃ রহিম অস্ত্র ত্যাগ করেননি। যুদ্ধ চলে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫৫ পর্যন্ত কালাত প্রদেশ ছিল স্বতন্ত্র।

১৯৫৮ পর্যন্ত নবাব নওরোজ খান বালুচিস্তানকে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত করতে চান। তার সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৯ পাকিস্তান বাহিনী তাদের বিদ্রোহ দমন করে। বন্দি হন নবাব--- তাঁকে হায়দরাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের অন্য পাঁচজন— পুত্র আর ভাইপোদের পাক প্রশাসন ফাঁসি দেয়। হায়দরাবাদে নবাব বন্দি দশায় মারা যান।

১৯৬০-এ শের মুহঃ বিজয়ানি মারির নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে থাকে। প্রাথমিক ভাবে সাফল্য আসে। পরে পাক প্রশাসন এই বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে।

১৯৭০-এ বিদ্রোহ করেন নবাব খয়েরবক্স মারি। ১৯৭৩-এ পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আধুনিক গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন খয়েরবক্স মারি। তৈরি করেন বি-পি-এল-এফ (Balochistan Peoples Liberation Front)। পাকিস্তানের সীমাহীন অত্যাচারেও বালোচ-রা বশ্যতা স্বীকার করেনি। তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ, অপরাধী কার্যকলাপ, গণহত্যা, গুম, খুন, শিশু ও মহিলাদের লুণ্ঠন--- কোনো অন্যায়ই বাদ রাখেনি পাকবাহিনী ও প্রশাসন। কিন্তু বীর বালোচ-রা প্রতিরোধ করে গেছে। গোয়াদর-বন্দর গড়ার নামে ব্যাপক অত্যাচার হয়েছে। এতে নাটের গুরু হলো চীন--- পাকিস্তান তাদের মদতদাতা। বন্দরটির সম্পূর্ণ অধিকার চীনা দখলদারদেরই— সেটা ষোলকলায় পূর্ণ হবে চীনা কাশগড় (ভারত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আকসাই অঞ্চল) থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর হয়ে গোয়াদর অবধি রাজপথ সম্পন্ন হলেই। হতে বেশি দেরি নেই। এই কাজ আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি-ভদ্রতার পরিপন্থী। আকসাই না হলেও অধিকৃত কাশ্মীর অবশ্যই বিতর্কিত অঞ্চল। আকসাই দখল মেনে নিয়েছিলেন দেশনায়ক জওহরলাল— কারণ এখানে নাকি এক টুকরো ঘাসও গজায় না। পামির-সংলগ্ন এই অঞ্চলটির সামরিক গুরুত্ব কি নেহরুজী বুঝেছিলেন? বলা যাচ্ছে না। এ নিয়ে বছর দুই আগে 'স্বস্তিকা'র পৃষ্ঠায় বর্তমান লেখকের নিবন্ধ সুধী পাঠকের স্মরণে থাকবে।

২০০৫-এর মে মাসে কোয়েটা-গোয়াদর নগরাঞ্চলে বালোচ বিদ্রোহীরা আঘাত করে। কোয়েটার ক্যান্টনমেন্ট আক্রান্ত হয়। তারা সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদের ভাণ্ডারে আক্রমণ চালায়। বেশ কজন প্রবীণ সরকারি পদাধিকারী এই আক্রমণে নিহত হয়। প্রায় একই সময়ে বিদ্রোহীরা গোয়াদর বন্দরের চীনা প্রযুক্তিবিদ্‌দের আক্রমণ করে। তিন চীনা ইঞ্জিনিয়ার স্থানীয় হোটেলে নিহত হয়। চারজন গুরুতর আহত হয়।

২০০৬-এর আগস্ট নাগাদ বালোচ বিদ্রোহের নেতা নবাব আকবর খান বুগতি ৭৯ বৎসর বয়সে পাক সেনার সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান--- সেই সঙ্গে মৃত্যু হয় বহু বালোচ-বিদ্রোহী। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের ৬০ জন সৈনিক, ৭ জন অফিসার মারা গিয়েছে। পাক প্রশাসন বুগতির অপরাধের ফিরিস্তি দিয়েছেন। তিনি নাকি পারভেজ মশারফের বিরুদ্ধে বোমা বিস্ফোরণ, রকেট আক্রমণ করেছেন! তিনি যুদ্ধাপরাধী।

৮ এপ্রিল ২০০৯ বালোচ ন্যাশনাল মুভমেন্ট-এর সভাপতি গুলাম মহঃ বালোচ ও তাঁর সঙ্গী লালা মুহিন, শের মুহঃ কে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। তার আগে তাঁরা পাঁচদিন নিখোঁজ ছিলেন।

১২ আগস্ট ২০০৯ কালাতের খান মির সুলেমন দাউদ নিজেকে বালুচিস্তানের শাসক বলে ঘোষণা করেন। বোঝা যাচ্ছে বালোচ-রা কিছুতেই পাকিস্তানের অধিকার মেনে নিচ্ছে না। নানাভাবে তারা নিজেদের বিদ্রোহ এবং আপত্তি জানিয়ে আসছে। এছাড়া অন্য উপায় নেই। এমন নির্মম শোষণ অত্যাচারের কথা অকল্পনীয়। এমন করে কোনো দেশ নিজেদের অন্তর্গত কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ভয়াবহ কষ্টের ব্যবস্থা, লুঠের চরম চক্রান্ত আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সর্বাতিশায়ী উপায় ভেবেছে কিনা জানা নেই। বিশাল ভূখণ্ডে বাংলাদেশের গণহত্যা ছাড়া এর তুলনা মেলা ভার।

**৬. পাকিস্তানের বালুচিস্তান-শোষণ :**

বালুচিস্তান পাকিস্তানের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় সবটুকুই ওঠে এখান থেকে। বি-আই-আই (Byco International Incorporated–BII) নির্মিত তৈল শোধনাগার থেকে দিনে ২০ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলন হয়। এর সবটাই চলে যায় পাকিস্তানে। বালুচিস্তানে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বালোচ-রা রাজস্ব পায় যৎসামান্য।

সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্জাব তাদের তুলনায় রাজস্ব পায় পাঁচ গুণ বেশি।

বিশ্ব-প্রসিদ্ধ মার্বেল পাথর পাওয়া যায় মাকরান অঞ্চলে। বালোচ-অঞ্চলে আছে পাকিস্তানের সাইনদান সোনা, বারিক সোনার খনি। পাকিস্তানের তামার খনিও এখানে। হরপ্পা সভ্যতা তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা। সেখানকার তামা আসত বাংলার তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে— এই মত কোনো কোনো ঐতিহাসিকের। হতে পারে। তবে প্রধানত বালুচিস্তানের তামাই হরপ্পা-সভ্যতার ভিত্তি গড়েছিল। আজ পাকিস্তান তামার সবটাই লুঠে নিচ্ছে।

বালুচিস্তানের ভৌগোলিক আয়তন পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ ভাগ হলেও পাকিস্তানের সংসদে মাত্র ১৪ আসন তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

স্বাধীনতার আগে আর অব্যাবহিত পরে শৌর্যে-বীর্যে বিখ্যাত 'বালোচ- রেজিমেন্ট'-কে পাক-কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অথর্ব করে ফেলেছে। বর্তমানে বালোচ- রেজিমেন্টের নামটিই আছে। বালোচ সৈন্য সেখানে মাত্র শতকরা একজন। বাকি সবাই পঞ্জাবি বা অপরাপর গোষ্ঠীর মানুষ। ১৯৬২-তে বালোচ-রেজিমেন্টের একটি বড় অংশ পঞ্জাব- রেজিমেন্ট আর বাহালপুর রেজিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বালোচ বিদ্রোহে বাহিনী যেন যোগ না দিতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। ১৯৮৮-তে সিন্ধু রেজিমেন্টের সঙ্গে বালোচ-বাহিনীকে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

মাকরান বিভাগে গড়ে উঠেছে এখানকার জল প্রকল্প। তুবরাতের ৫০ কিমি পশ্চিমের 'মিরানি বাঁধ' বালুচিস্তানের দামাত নদীর উপর নির্মিত। এ থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ বা সেচের সুবিধা থেকে বালোচ-রা বঞ্চিত। চীনের আগ্রাসী প্রকল্প গোয়াদর বন্দর তৈরির সময় পাক কর্তৃপক্ষ বালোচদের পানীয় জলের অন্যতম উৎস আনকারা-বাঁধটিকে শুকিয়ে দেয়। সমস্ত জল বন্দরের নাগরিক পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৬০-এর সিন্ধু-নদের জল চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উক্তি— 'রক্ত আর জল এক সঙ্গে বইতে পারে না'— শুনে প্রগতিবাদী রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই হাঁ হাঁ করছেন, মানবতাবাদী সাংবাদিকরা আরেক কাঠি সরেস হয়ে সংবাদপত্রে ঝড় তুলছেন। অথচ নরেন্দ্র মোদী 'অতিরিক্ত' জল যা পাকিস্তানে যাচ্ছে (যা চুক্তি-বহির্ভূত) তাকেই আটকাতে বলেছেন মাত্র। পাকিস্তান তার নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে যে জল-যুদ্ধ চালাচ্ছে সে খবর তো এরা জানাচ্ছেন না! শুধু গোয়াদর নয়, কিছু দানগুজুর, আওয়ান থেকেও বালোচদের তাড়ানো হয়েছে। সর্বত্র গড়ে উঠেছে চীনা-পাঞ্জাবি কলোনি। ২০০০ নাগাদ ডেরা বুগতি কোহলু থেকে তিন লক্ষ বালোচ জনতাকে উৎখাত করা হয়েছে। গোয়াদরা থেকে উৎসন্ন হয়েছে দু' লক্ষ ভাগ্যবিড়ম্বিত বালোচ। এসবই হয়েছে সি-পি-ই-সি (China-Pakistan Economic Coridor) গড়ার অজুহাতে। গোয়াদরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১০,৪০০ মেগাওয়াট। সেই লক্ষ্যে দ্রুত কাজ চলছে। উন্নয়নের ধাক্কায় প্রাণ যাচ্ছে প্রকৃত মূল-নিবাসী বালোচদেরই।

গোয়াদরে তামার খনিটি লিজ নিয়েছে চীন। এসবের ফল অবাধ লুণ্ঠন।

আরেকটি বিষয় আরো ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার বালোচ স্ত্রী-পুরুষ- শিশু-কিশোরের রহস্যময় নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। বালোচ বিদ্রোহীদের মতে এরা পাক অপশাসনের বলি। এ ব্যাপারে খবর বেশি মেলে না। যেটুকু পাওয়া যায় তাই হিমশৈলের চূড়ার মতো। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আই-ডি-পি. সংক্রান্ত দলিলে (২০০৪) উল্লেখ করা হয়েছে বালুচিস্তান থেকে ইতিমধ্যে ৩৩ হাজার বালোচ শিশু কিশোর নিখোঁজ হয়ে গেছে। আই-ডি-পি হলো Internally displaced persons। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘ অবধি খবর পৌছানো আর দলিলে নথিভুক্ত হয়নি বহু দুঃসংবাদ। পরিবেশ কী গভীর উদ্বেগজনক তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে! ২০১১ সালে ১৭ ডিসেম্বর 'পাকিস্তান ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যাচ্ছে পাক অত্যাচারের অভিযোগ সচরাচর লিপিবদ্ধ করাই মুশকিল। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটি কত গুরুতর।

এই ঘটনা শেষ অবধি পাক সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। তদন্তে নেমে জানা যায় রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের enforced disappearance নীতি এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। মামলা চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট এমনকী কৈফিয়ত তলব করেন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের। তিনি সহযোগিতা না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি হয়েছে। বিচারপতি ইকবাল গড়েছেন একটি তদন্ত কমিশন— 'The Commission of Inquiry on Enforced Disappearances.' জানা যায় ২০০৪ থেকেই পাক- প্রশাসন enforced disappearence নীতিটি বদলে নিয়েছিল। বালোচদের সম্বন্ধে তাদের আদত নীতি ছিল kill and dump. গোটা বালুচিস্তানকেই অনুরূপ মৃতদেহের পাহাড়ে পরিণত করতে পাকিস্তান বদ্ধপরিকর।

**৭. বালোচদের প্রতিরোধ—গড়ে ওঠা সংগঠন :**

এসব সংগঠন সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই। সামান্য কিছু নাম মিলেছে। যেমন :

১. বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

২. লস্কর-এ-বালুচিস্তান।

৩. বালুচ লিবারেশন ইউনাইটেড ফ্রন্ট (বি-এল-ইউ-এফ)।

৪. বালোচ রিপাবলিকান পার্টি।

৫. বালোচিস্তান লিবারেশন অরগানাইজেশন (বি-এস-ও)।

৬. বালোচ সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা (বি-এস-ও-এন-এ)

শেষোক্ত সংগঠনটি গড়ে উঠেছে ২০০৪ নাগাদ। বালোচ- সমস্যা-কে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলেছে তারা। এ নিয়ে অন্য উপচ্ছেদে আলোচনা করা যাবে। বালোচ রিপাবলিকান পার্টি-র প্রধান ব্রাহাম দাগি বুগতি। ২০১২-তে তিনি আফগানিস্তানের কাবুল ও কান্দাহারে ঘাঁটি গাড়েন।

কাবুলের আশপাশে তিনি বেশ কটি বড় বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম

পরিচালনা করেন। সেসব অঞ্চলে গড়া হয়েছিল বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পাঁচ হাজারের বেশি বালোচ যুবককে প্রশিক্ষিত করে কান্দাহার থেকে বালুচিস্তানের চামন জেলায় বিশেষ করে ঘন ঘন আক্রমণ চালানো হয়।

পাকিস্তান ক্রমাগত আপত্তি জানানোয় ব্রাহাম দাগি বুগতি আফগানিস্তান ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। (সূত্র : দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিটন, ১৯ মে, ২০১২)। সেখান থেকেই তিনি বালোচ-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

**৮. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বালোচ-বিদ্রোহীদের তৎপরতা :**

ডাঃ ওয়াহিদ বালোচ ১৯৯২ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী। বস্তুত তিনি পাকিস্তানে যেতে চান না। ২০০৪ থেকে ডাঃ ওয়াহিদ বালোচদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ববাসীর সাহায্য পেতে নানারকম চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে বি-এস-ও—এন-এ (Baloch Society of North America–BSO–NA)। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, ইজরায়েল প্রভৃতির সাহায্য পাবার চেষ্টা করছে এই সংগঠন।

১২ আগস্ট ২০০৮ মির দুলেমান দাউদ যখন বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিল ব্রিটেন। তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে এই সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া (to raise the issue of Balochistan's illegal occupation at international level') তাদের নৈতিক দায়িত্ব (moral responsibilitity)। সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৭১তম অধিবেশন হয়ে গেল। সেখানে বালোচ বিদ্রোহীরা প্রদর্শন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ লন্ডন থেকে একটি প্রেস-বিবৃতি দেয় ফ্রি বালুচিস্তান মুভমেন্ট (এফ বি এম)। তাতে তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। উক্ত প্রেস-বিবৃতিতে বলা হয় গত কয়েক বছরে বালুচিস্তানে ৫ হাজার বালোচ খুন হয়েছে! নিখোঁজ হয়েছে ২০ হাজার বালোচ নাগরিক। তারা দাবি করেছেন কোসোভো, পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদান— প্রভৃতির অত্যাচার নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যতটা তৎপর বালুচিস্তান নিয়েও তেমনি তৎপরতা দেখানো দরকার।

এফ-বি-এম (Free Balochistan Movement) শুরু হয় ২০১৬-র ৪ জুলাই। বালোচ নেতা হাবরিয়ার মারি এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ডাকে জার্মানির ডুসেলডফ শহরে বিশ্বের নজর টানার জন্য একটি দীর্ঘ পদযাত্রা সংগঠিত হয়েছে।

**৯. পাকিস্তানের মিথ্যা অভিযোগ ও ভারতবিরোধী জিগির :**

দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে বালুচিস্তানের বিদ্রোহীদের অন্যায়ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে ভারত। মিথ্যা অভিযোগ। ২০১৬-র স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী তাঁর বক্তৃতায় বালুচিস্তানের মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন, সেখানকার মানুষদের বঞ্চনা ও শোষণের কথা বলেছেন। বলেছেন বালটিস্তান আর গিলগিটের কথা। এইসব অঞ্চলের বহু মানুষ তাঁর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করে বার্তা পাঠাচ্ছে— এই প্রথম তা বিশ্বের সামনে দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়েছেন তিনি। এর পরও তিনি কোথাও ঘৃণাক্ষরে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেননি।

২০১২-তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে ভারত বালুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য করে আসছে। সে অভিযোগ ধোপে টেকেনি। ২০০০ সালে বালোচ বিদ্রোহীদের মদত দিচ্ছে ভারত আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— এমন বিচিত্র অভিযোগ তোলে তারা। দুই দেশই স্পষ্ট ভাষায় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

খ্যাতিমান বালোচ সাংবাদিক মালিক সিরাজ আকবর দীর্ঘদিন স্বেচ্ছা নির্বাসিত অবস্থায় জানিয়েছেন— পাকিস্তান মনে করে বালোচ বিদ্রোহের প্রধান মদতদাতা হলো ভারত। বিশেষ করে ২০০৫ নাগাদ গোয়াদর বন্দরে বিদ্রোহীদের হামলা নাকি সাজানো। ভারতীয়রাই ছদ্মবেশে চীনা ইঞ্জিনিয়ারদের হত্যা করিয়েছে। ওই হামলা কারা করেছিল তা আগে লিখেছি। এবছর ২৯ মার্চ পাকিস্তান একটি বিচিত্র অভিযোগ তুলেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার কুলভূষণ যাদবকে জনসমক্ষে এনেছে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ— এতদিন তাঁকে বন্দি রেখে ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালিয়েছে তারা। ২০০৫-এর চীনা ইঞ্জিনিয়ার হত্যার ঘটনার জন্য নাকি কুলভূষণ যাদবই দায়ী। তিনি নাকি ভারতের গুপ্তচর সংস্থা— 'র' (Research and Analylis wing–RAW)-এর দ্বারা নিযুক্ত হন। যদি তাই হয় পাকিস্তান এতদিন নিশ্চুপ ছিল কেন? নৌবাহিনীর মাত্র একজন এত বড় ঘটনা ঘটিয়েছেন? অবিশ্বাস্য এই বিচিত্র অভিযোগ। যুক্তিতে ধোপে টেকে না মোটেই।

ক্রিস্তান পারেন্তি ২০১১-তে একটি গবেষণা গ্রন্থ— 'Tropic of chaos : climate change and the New Geopraphy of Violence'-এ বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৭০ আফগান রাষ্ট্রপতি মহম্মদ দাউদ খান বালোচ বিদ্রোহীদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালানোতে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছেন বলে পাকিস্তান অভিযোগ তুলেছিল। আরও আপত্তিকর মনে হয়— তাদের ওই বালোচ বিদ্রোহীদের অধিকাংশ নাকি বামপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাক রাষ্ট্রদূত হুসেন হাক্কানি এই অভিযোগ তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল বকলমে রাশিয়াকে আক্রমণ। এ ব্যাপারে কোনো পক্ষের প্রতিক্রিয়া জানি না— জানা যায়নি। কান্দাহারের উপকণ্ঠে আরও কিছু প্রশিক্ষণ শিবিরের কথা লিখেছেন ক্রিস্তান।

পাকিস্তানের অধিকাংশ অভিযোগই ভারত-বিরোধী জিগির ছাড়া কিছু নয়। তবে বালোচ বিদ্রোহীরা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা চেয়ে এসেছেন। আন্তর্জাতিক রীতি নীতি মেনে চলি আমরা— অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অকারণে নাক গলানো আমাদের আদর্শ নয়। কাশ্মীরে নিয়মিত সন্ত্রাসবাদীদের চালান করে, মদিনা-ট্রেডের মাধ্যমে ইতালির মাধ্যমে কাশ্মীরি যুবকদের

বিপথগামী করে, প্রশিক্ষণ-শিবির চালিয়ে, সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে তারা আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ আগস্টের ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তৃতায় বালুচিস্তানের কথা বলেছেন! একে ইন্ধন যোগানো বলে না। এই আশ্চর্য কূটনৈতিক চালে পাকিস্তান আজ দিশাহারা।

**১০. ভারতের কাছে বালোচ-বিদ্রোহীদের সাহায্য কামনা :**

এ ইতিহাস দীর্ঘ। প্রবন্ধের শুরুতেই ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে তথ্য-নির্যাস দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন বালুচিস্তান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোনো রহস্যময় কারণে সেই অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা! সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যখন ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভারতভুক্ত করে চলেছেন তখন পণ্ডিতজীর এই ব্যবহারের ব্যাখ্যা কি সুধী পাঠক বিবেচনা করবেন? পরবর্তী দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে ভারতের কেন্দ্র সরকার এই প্রশ্নে অত্যন্ত নিষ্প্রভ থেকেছে। ২০০৯ সালে পাক মন্ত্রী ইউসুক রেজা গিলানি তীব্র ভাষায় বালোচ বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে ভারত--- আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই অভিযোগ করেন। উপস্থিত ছিলেন ড. মনমোহন সিং। তাঁর উত্তর ছিল আশ্চর্যরকম স্তিমিত।

সম্প্রতি শিকাগোতে সিন্ধু-নদীর জল বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন সামরিক রাষ্ট্র নায়ক পারভেজ মুশারফ। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে ড. মনমোহন সিং-য়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত ড. সিং সরকারে থাকলে এমন পরিস্থিতি হোত না! পাকিস্তান ভারতে কী ধরনের সরকার পছন্দ করে তা বুঝতে দেরি হয় না।

বিভিন্ন সময়ে বালোচ-রা ভারতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আজও করছেন। ১৫ আগস্ট ২০১৬-র পর এক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

১১ আগস্ট ২০০৯ 'The Times of India'-য় মালিক সিরাজ আকবর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন--- 'A Home Grown Conflict.' সেখানে তিনি ২০০৮-এ ব্রাহাম দাগি বুগতির সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ লিখেছেন। বালোচ রিপাবলিকান পার্টির প্রধান, সুইজারল্যান্ডে স্বেচ্ছা নির্বাসিত বুগতি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভারত সাহায্য করলে বালোচরা এতদিন এত দুর্দশা ভোগ করত না।

৮ অক্টোবর ২০১৫ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামান্য চিত্র মেলে The Hindu পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে। বি-এল-ও-র নেতা নবাবজাদা হিরবিয়া মারি তাঁর এক প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। বি-এল-ও অর্থাৎ বালুচিস্তান লিবারেশন অর্গানাইজেশন, ওই ব্যক্তির নাম পরদিলি। তিনিও স্বেচ্ছা নির্বাসিত। কিছুদিন তিনি ভারতে বাস করেন। ৪ অক্টোবর ২০১৫ নতুন দিল্লীতে একটি সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। নবাবজাদা মারির কথা : 'ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বালুচিস্তান সম্পর্কে তার নীতি সুস্পষ্ট। পাকিস্তান সরকারের পদস্থ কর্মীরা যদি প্রকাশ্যে কাশ্মীরি নেতাদের সঙ্গে কথা চালাতে পারে তাহলে ভারতও ঠিক তেমনি করলে দোষ কোথায়?'

সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে পরদিলি ভারতে নির্ভয়ে বাস করছেন। তাঁকে কিছু ভারতীয় নেতা-সমাজকর্মী সাহায্য করছেন। আর-এস-এস-সিংহ নামক জাতীয়তাবাদী নেতা আর ভগৎ সিং-ক্রান্তি সেনার নেতা তেজিন্দর সিংহের সহায়তায় পরদিলি ভারতে আছেন। তাঁরা পরদিলির বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন— জে এন ইউ-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বালোচ নারী সংগঠনের নেত্রী করিমা বালোচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাখি পাঠিয়েছেন। সঙ্গে গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর আবেদন--- ভারত যেন তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করে। তাঁর কথা— তাঁকে কেউ কুকুর বললেও তিনি তেমন কিছু মনে করবেন না— কিন্তু কেউ যেন তাঁকে 'পাকিস্তানি' না বলে। এই তীব্র ঘৃণা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে বালুচিস্তান আজ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে তাদের কয়েক হাজার বছরের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য— অন্যদিকে দমন পীড়ন অত্যাচারের অন্ধ তমসাবৃত ঊনসত্তরটি বছর। কারাগারে বন্দি সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বালুচিস্তানে সূর্যোদয়ের দেরি নেই।

*(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)*


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

**প্রণব**

পড়ুন ও পড়ান



## পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাই

## গো-ভিত্তিক গ্রাম বিকাশের জন্য

গো-সেবা পরিবার গ্রাম বিকাশের জন্য গো-ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এই কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। গো-সেবা পরিবার থাকা ও সেবানিধির ব্যবস্থা করবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

**গো-সেবা পরিবার**

**৫২৪ বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৩**

**ফোন নং - ৯৩৩১০২৭৪৭১**

(ADVT.)

# চিঠিপত্র

## মমতার দু'মুখো নীতি

### (১)

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ৯২ বছর (১৯২৪-২৫)-এর পুরনো সংসদে পৃথক রেল বাজেট পেশ করার প্রথাটি বাতিল হতে চলেছে। এবার থেকেই সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হবে রেল বাজেট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি অনুমোদিতও হয়েছে। কিন্তু দুই প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতীশ কুমার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের পুরনো এমন একটি প্রথাকে কেন্দ্রীয় সরকার এভাবে তুলে দিতে পারে না। যদিও তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সত্যি বলতে কী, মমতার এই বিরোধিতা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাঁর ঘরে এক নীতি, বাইরে অন্যনীতি। তাঁর দৃষ্টিতে, তিনি নিজে যেটা করবেন সেটা ঠিক, আর অন্যে করলে বেঠিক। যেহেতু পরিবর্তনটা এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা মোদী সরকার, যার নীতির তিনি বিরোধী, সেহেতু এই পরিবর্তনেরও তিনি বিরোধী। অর্থাৎ 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।' আসলে মোদী সরকার তাঁর চাহিদা মতো সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের স্বার্থে করা উৎসব, মোচ্ছব, খেলা, মেলা দান, খয়রাতি ইত্যাদির টাকা জোগাচ্ছে না বলেই তাঁর এই মোদী- বিরোধিতা। স্বার্থে আঘাত লাগলে যা হয়!

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ইতিপূর্বে রেল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হোত। সিংহভাগ টাকা চলে যেত রেল বাজেটে। ফলে অন্যান্য দপ্তরের বাজেট বরাদ্দে আসত কম টাকা, ফলে টাকার অভাবে ওই সব দপ্তরের উন্নয়নের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হোত। তাছাড়া রেলমন্ত্রীরা নিজ নিজ রাজ্যের রেল-উন্নয়ন ও খরচের উপর বেশি জোর দিতেন। তাতে অন্যসব রাজ্য হোত বঞ্চিত। আবার রেলের টাকা নয়ছয় তথা রেল নিয়ে দুর্নীতিও কম কিছু হয়নি ইতিপূর্বে। মামলাও হয়েছে বহু। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় রেল নিয়ে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, প্রাদেশিক রাজনীতি, রাজ্যে রাজ্যে বঞ্চনা ইত্যাদি কমবে। প্রতিটি রাজ্যের প্রয়োজনীয় রেল সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি দপ্তরও আর্থিক সুবিধা লাভ করবে। তাছাড়া ভারত উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে। তাই অপ্রাসঙ্গিক কোনো পুরনো প্রথাকে তার আঁকড়ে থাকা অনুচিত। অথচ মমতা একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন। যেমন এদেশের কমিউনিস্টরা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক কমিউনিজমকে আঁকড়ে আছেন।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

### (২)

উরিতে নিহত দুই জওয়ানের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেবে রাজ্য। সংবাদটি পড়ে মনে পড়ে গেল বেশ কিছুদিন পূর্বের দুটি ঘটনা। প্রথমটি সুদূর ভুটানে একটি সভার অনুষ্ঠান দেখতে, নীচে খরস্রোতা নদীর উপর একটি ভাঙ্গা ব্রীজের উপর দণ্ডায়মান ১০/১২ জন ব্যক্তি ব্রীজ ভেঙে পড়ে মারা গেলে আমাদের নেত্রী তাদের সকলকে দু' লক্ষ টাকা দেবার ঘোষণা করে দিলেন। দ্বিতীয়টি কোনো এক স্থানে বিষমদ খেয়ে মারা যেতে আমাদের রাজ্যের নেত্রী পরিবার পিছু দু' লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। আজ সবুজসাথী প্রকল্পের জন্য আবার শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সাইকেল বিতরণ করা হলো যার মূল্য পাঁচশো কোটি টাকা। সুতরাং রাজ্যের নেত্রীর হাতে তাহলে টাকা ভালোই আছে অথচ বাংলার যে দুটি ছেলে সেনাবাহিনীতে পাকিস্তানি জঙ্গিদের পাশবিক আক্রমণে অকালে প্রাণ হারালো তাদের প্রতি আর্থিক ক্ষতিপূরণ রাজ্যের নেত্রী দু' লক্ষ টাকা দিলেন। অর্থাৎ তিনি 'ঠাকুরে আর কুকুরে' এক করে দিলেন। দেশের জন্য যারা অর্থাৎ ২৪ পরগনার সাগরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ গড়াই ও হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের থানা এলাকার বাসিন্দা গঙ্গাধর দলুই, ভারতমাতার সম্মান রক্ষা করে প্রাণ দিলেন তাদের জন্যও দু' লক্ষ টাকা আর মাতালের মৃত্যুতেও দু' লক্ষ টাকা। কী বিচিত্র! তাদের আত্মার উদ্দেশ্যেও সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কোনো সমবেদনাও জানালেন না। মুড়ি মিছরির একদর।

পক্ষান্তরে, বিহার সরকার তাদের রাজ্যের মৃত জওয়ানদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়েছে, উত্তরপ্রদেশের জওয়ানদের সেখানকার সরকার ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা সংবাদ প্রকাশ করেছে। টোডিরা মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য হয়তো বা রিজাওয়ানুর রহমানকে খুন করিয়েছিল, তার জন্য নেত্রীর কী সমবেদনা জ্ঞাপন! তাদের বাড়ির লোককে এম এল এ পর্যন্ত করে দেওয়া হলো। আর এখন কোনো সমবেদনা বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার কথা তাঁর মনে পড়লো না।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী, বর্ধমান।

## আগামী নির্বাচন ও বিজেপি

মোদীজী ক্ষমতায় আসার পর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার অনুরোধ অনতি বিলম্বে চাল, আটা, পাঁচ রকমের ডাল, ভোজ্য তেল, নুন এবং চিনির মূল্য ভরতুকি দিয়েও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনুন। ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিসে সুদের হার অস্বাভাবিক হ্রাস করার ফলে পেনশন বিহীন প্রবীণ নাগরিকদের নাভিশ্বাস উঠেছে, তাদের জন্য ১৫ শতাংশ সুদ করা হোক।

দেশের চুনোপুঁটি রাজনৈতিক দলগুলিরও একটি করে টিভি চ্যানেল রয়েছে

অথচ বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল হয়েও নিজস্ব কোনো টিভি চ্যানেল নেই, যার দ্বারা তাদের বক্তব্যগুলি জনসাধারণের নিকট পৌঁছতে পারে। অধিকাংশ টিভি চ্যানেলই বিজেপি বিরোধী প্রচারে লিপ্ত। ২০১৯-এর ভোটের কথা চিন্তা করে বিরোধী দলগুলি গুটি সাজাতে আরম্ভ করেছে। তার ফলও তারা পেয়েছে। যথা— বিহারের ভোটের ফলাফল, কয়েক মাস পরেই কয়েকটি রাজ্যে ভোট। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দলিত-মুসলমান ঐক্যের কথা শোনা যাচ্ছে। অতএব অতি সাবধানে পদসঞ্চালন করতে হবে যদি দল ২০১৯-এ ক্ষমতায় ফিরতে চায়।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকতা-৬৪।

# পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দ্বৈত নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হোক

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান থেকে বহু হিন্দু ভারতে চলে আসেন শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে। অবশ্য কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের মহানুভবতায় এবং ভারতীয় হিন্দুদের উদার মানসিকতার প্রশ্রয়ে মুসলমানরা ভারত থেকে সেইভাবে পাকিস্তানে যাননি। অন্যদিকে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তানে বিতাড়িত হিন্দুদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত করে ভোগ দখল করে ওদেশের মুসলমানরা। কিন্তু এদেশে ওয়াকফ বোর্ড তৈরি করে মুসলমানরা সম্পত্তি ভোগ করছে। আবার সংখ্যালঘু সুযোগসুবিধাও ভোগ করেছ।

পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের অতিথি আপ্যায়নে, আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রাখতে সব সময় তৎপরতা থাকে তুঙ্গে। যার জন্য অনুপ্রবেশ এখানে হয় আকছার। সেই সঙ্গে তারা ভোটার, রেশন কার্ড পেয়েও যায় খুব তাড়াতাড়ি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে আমলারাও থাকেন অনেকটা সন্দেহমুক্ত। বর্তমানে আওয়ামি লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় ওদেশের হিন্দুরা অনেক ভাল আছেন বলে মনে করেন ওদেশের হিন্দুরা। এই প্রেক্ষাপটে এদেশের সরকারের কাছে একটি নিবেদন,ওদেশের এই ছিন্নমূল হিন্দুদের জন্য পুর্নবাসন প্যাকেজ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি দ্বৈত নাগরিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং পূর্ববঙ্গের সম্পদ সম্পত্তি বিক্রিবাটা করে এদেশে থাকার সুযোগ প্রদান করা যায় তাহলে সবার মঙ্গল।

যেমন এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে তাদের গণতান্ত্রিক ভোট প্রদানের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে সমর্থন জানাতে পারবে। পাশাপাশি এদেশে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে তাদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। উন্নতি ঘটাতে পারবে বৈদেশিক বাণিজ্যেরও।

—**বারিদবরণ বিশ্বাস,**
মছলন্দপুর উত্তর ২৪ পরগনা।

# বুদ্ধিজীবী নয়, পরজীবী

সাম্প্রতিককালে রাজনীতি অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে একথা বলা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তাদের পুরনো তকমা 'বুদ্ধিজীবী' কথাটির নতুন করে মূল্যায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে সম্প্রতিকালে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেশদ্রোহিতায় সহায়তা করছেন তাতে তাদের বর্তমান উপাধি হওয়া উচিত অপর রাষ্ট্রের সহায়ক এদেশের পরজীবী। কারণ আমরা সকলেই জানি যে 'জীবী' কথাটির আসল অর্থ হলো জীবন ধারণ করা। তাই এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের পরজীবী তকমাতে ভূষিত হওয়া চাই। সমাজের একশ্রেণীর ব্যক্তিদের মগজ ধোলাই করে তাদেরকেই দেশবিরোধী কাজে যুক্ত করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনের পূর্ব ভাগে থেকে অধিকারের নামে সমাজের সব থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেশের কাছ থেকে আদায় করে মহাসুখে রয়েছে। আবার এরাই বিদেশি শত্রুদের এদেশের স্বার্থ বিরোধী কাজে সহায়তা করে তাদের ইন্ধন জোগান। যার ফলে তারা আরো বেশি করে অপরাধমূলক কাজ করতে উৎসাহ পায়। এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই আজ দেশের সব থেকে বড় শত্রু। এইভাবে বিদেশি শত্রুদের সহায়তা করাকে তারা বাকস্বাধীনতা বলে চালিয়ে দেয়। সেই কারণই আজ সংসদ হামলার মূলচক্রী ও নায়ক আফজল গুরুদের তারা গুরুজ্ঞানে পূজা করে। এটাকে তারা তাদের বাকস্বাধীনতা বলে মনে করে। এর নেপথ্যে যে কারণটা কাজ করে সেটা হলো শুধুমাত্র পেট্রোডলার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। এর জন্য তাদের এই উমেদারি।

আর যে দেশগুলির অর্থে তারা পুষ্ট, সেই দেশের প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কিন্তু স্পষ্ট কথা বলার জন্য, ব্লগ লেখার জন্য ও মৌলবাদীদের সমালোচনা করার অপরাধে হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দুদের বিতাড়ন, নির্যাতন ও হুমকির বিরুদ্ধে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা একটি বাক্যও খরচ করেনি। অথচ বিদেশের মুসলমানদের উপর এতোটুকু অত্যাচারের ঘটনা ঘটলে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা শুধু কেঁদেই বুক ভাসান না, তাদের জন্য এদের দরদের অন্ত থাকে না। এরা দেশদ্রোহী মাত্র। আর কঠিন যুদ্ধে রাষ্ট্রের উচিত এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া ও এখনই তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা। এরাই দেশের দ্বিখণ্ডীকরণ, দেশ বিভাজন ও আঞ্চলিকতাবাদের মূর্ত প্রতীক। আজ দেশের যতোকিছু অশান্তির মূলে রয়েছে এরাই। এদের জন্যই আজ দেশে একক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারেনি। আর এই জাতীয়তাবাদের অভাবই ভারতের অখণ্ডতাবাদের একমাত্র প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরাই কেন্দ্রের মোদী সরকারকে সাম্প্রদায়িক তকমায় আখ্যায়িত করে সারা বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করে দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছে। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস কোনো দিনই সফল হবে না।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

# মহাপুরাণ

**অমিত ঘোষ দস্তিদার**

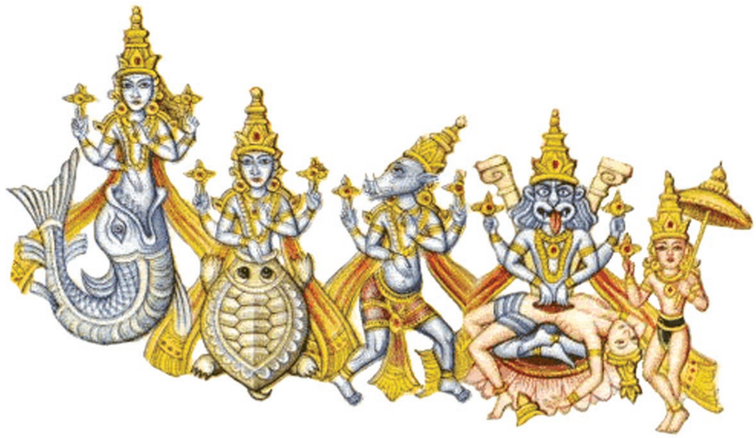

পুরাণ হলো সুদূর অতীতের ঘটনা বা প্রাচীন কাহিনি। পুরাণ মূলত বহুপূর্বের অখণ্ড ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি। পুরাণ দ্বিবিধ--- মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ। মহাপুরাণ আঠারোটি। যথা— ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শৈবপুরাণ বা বায়ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। স্মার্তরঘুনন্দনের মত অনুযায়ী উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারো। যথা--- সনৎকুমার, নরসিংহ বা নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনস্, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, কল্কি, দেবী, পরাশর, মরীচি এবং সূর্য বা ভাস্কর। কোনো একটি বিশেষ সময়ে পুরাণ রচিত হয়নি। হাজার হাজার বছর আগে নানা সময়ে পুরাণ রচিত হয়েছিল। পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ— সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়ের পর পুনরায় নতুন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিদের বংশবর্ণন, মন্বন্তর এবং বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস। পুরাণের অন্য লক্ষণগুলি হলো--- ভুবনবিস্তর, দানধর্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমবিভাগ, ইষ্টাপূর্ত, দেবতা- প্রতিষ্ঠা, বিসর্গ, বৃত্তিরক্ষা, অন্তর, সংস্থা, হেতু অপাশ্রয়, দান, তীর্থ, ব্রত, তীর্থের মাহাত্ম্য, অবতারতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, বাস্তুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি। মনে করা হয়, ব্রহ্মার নিকট থেকে পুরাণসমূহের প্রকাশ। মৎস্যপুরাণের (৫৩/৩) সূক্তে বলা হয়েছে— 'পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্'। অন্যমতে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বেদসমূহের সংকলয়িতা এবং মহাভারতের প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই পুরাণসমূহের রচয়িতা।

আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণের স্থান সর্বপ্রথম। বিষ্ণুপুরাণের ৩/৬/২০ সূক্তে সে কথা বলা হয়েছে— 'আদ্যং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রহ্মমুচ্যতে'। ব্রহ্মপুরাণের দু'টি অংশ— পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ। এই পুরাণে মোট ২৪৫টি অধ্যায় আছে। শ্লোক সংখ্যা--- ১৩,৭৮৩। এই পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব, সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় মূল্যবান উপাদান, তীর্থস্থান মাহাত্ম্য, ভৌগোলিক তথ্য, পার্বতী উপাখ্যান, গৌতমী মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা, বিষ্ণুমাহাত্ম্য, কর্ম এবং কর্মবিপাক, বিভিন্ন বিধান এবং মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এই পুরাণে দণ্ডকারণ্যে প্রবাহিত গোদাবরী নদীকেই সমস্ত নদীর মধ্যে মুখ্যতম বলা হয়েছে। গোদাবরী নদীর উভয় তীরস্থ তীর্থক্ষেত্র বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা, কোণাদিত্য তীর্থক্ষেত্রের অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোণারক, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং গুণ্ডিচাযাত্রার কথা, দানধর্ম, অতিথিসেবা, অশৌচাদি বিচার, ধর্মাচরণের বিভিন্ন দিক এবং ভারতবর্ষের ভৌগোলিক উপাদানও প্রতিফলিত হয়েছে এই পুরাণে।

পদ্মপুরাণের পাঁচটি খণ্ড— সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। সৃষ্টিখণ্ডে ২৮টি অধ্যায় আছে। দেবতা, মুনি, মানব সৃষ্টি, পর্বত, দ্বীপ, সাগর, সমুদ্রমন্থন, বামনাবতার, রামচন্দ্র এবং আরও অনেক বিষয় এই খণ্ডে আছে। ভূমিখণ্ডে ১২৫টি অধ্যায় আছে। পৃথু, বেনে, সুনীথা, সুকলা, নহুষ, সুবাহু, যযাতি ইত্যাদি অসংখ্য কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এই খণ্ডে। স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, নদী-তীর্থ মাহাত্ম্য ও নানান কাহিনি আছে। পাতাল খণ্ডে ১১৩টি অধ্যায় আছে। এই খণ্ডের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে আছে রামচন্দ্রের উত্তরজীবনের কথা। দ্বিতীয় ভাগে আছে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা মাহাত্ম্য। তৃতীয় ভাগে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। উত্তরখণ্ড ৬২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই খণ্ডে গীতামাহাত্ম্য, ভাগবতমাহাত্ম্য, মাঘমাহাত্ম্য, ঊর্ধ্বপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র, জালন্ধরউপাখ্যান, বশিষ্ঠ, দিলীপ, নর্মদা বা রেবানদীর বিবরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ। পূর্বভাগ ছয়টি অংশে বিভক্ত এবং অধ্যায় সংখ্যা ১২৬। উত্তরভাগে ৮৭টি অধ্যায় আছে। বিষ্ণুপুরাণের মোট শ্লোক সংখ্যা তেইশ হাজার। প্রচলিত সংস্করণে— এর শ্লোক সংখ্যা ছয় হাজার। জগৎসৃষ্টি, প্রকৃতির সমস্ত কিছুর উৎপত্তির কারণ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সামাজিক সংস্কার, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণকথা, মহাপ্রলয়, মা কালীর স্বরূপ, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের আকরগ্রন্থ হলো বিষ্ণুপুরাণ।

শৈবপুরাণ বা বায়ুপুরাণ খুবই প্রাচীন পুরাণ। মোট অধ্যায় একশো বারোটি। শ্লোক সংখ্যা এগার হাজার। মন্বন্তর, প্রলয়, ঋষিবংশ, দেববংশ, বিভিন্ন যুগের ধর্ম,

রাজবংশ, গয়ামাহাত্ম্য ইত্যাদি নানা মহামূল্যবান উপাদানে ভরা বায়ুপুরাণের গুরুত্ব অসীম।

ভাগবতপুরাণ বারোটি স্কন্ধে, ৩৩৫টি অধ্যায়ে এবং প্রায় ১৮ হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ। বিভিন্ন পুরাণকাহিনি, বিভিন্ন বিষয়গত উপাখ্যান, নানা বৃত্তান্ত, অজস্র প্রাচীন আখ্যা বর্ণিত আছে এই গ্রন্থে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, দক্ষিণ ভারতের কোনো পুণ্যভূমিতে এই মহাপুরাণ আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৈষ্ণবদের কাছে এটি ধর্মগ্রন্থ ও দর্শন সদৃশ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ।

নারদপুরাণ বৃহন্নারদীয়পুরাণ নামেও প্রসিদ্ধ, যদিও মতভেদ আছে। এই মহাপুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত— পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ। পূর্বভাগে আছে চারটি পাদ এবং ১২৫টি অধ্যায়। উত্তরভাগের অধ্যায় সংখ্যা ৮২। এখানে মোট ২৫ হাজার শ্লোক আছে। নারদপুরাণের ব্যাখ্যাতা নারদ এবং বৃহৎকল্প। নারদপুরাণের পূর্বভাগের চারটি পাদে সূতশৌনকসংবাদ, সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ধর্মকথা, মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয় বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উত্তরভাগে আছে নানান ব্রতকথা, তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, ধর্মপর্যালোচনা ইত্যাদি।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র নামানুসারে মার্কণ্ডেয়পুরাণের নামকরণ হয়েছে। এই পুরাণো নয় হাজার শ্লোক ১৩৪টি অধ্যায়ে পরিব্যপ্ত। বর্তমানে এই পুরাণের ৬ হাজার ৯০০ শ্লোক প্রাপ্ত হয়েছে। ভৌগোলিক বর্ণনা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, রাজধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম, দ্রৌপদী, হরিশ্চন্দ্র, জড়ভরত, মনু, ওঙ্কার মাহাত্ম্য, ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী মদালসা, মদালসাপুত্র অলর্ক, শ্রীশ্রী চণ্ডী মাহাত্ম্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি বৈদিক দেবতা-মাহাত্ম্য— এরকম নানা বিষয় এই পুরাণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণকে ভারতীয় বিদ্যার পৌরাণিক বিশ্বকোষ বলা হয়। ৩৮৩টি অধ্যায় আছে। শ্লোক সংখ্যা ১৫ থেকে ১৬ হাজার। অগ্নির নামানুসারে এই পুরাণের নাম হয়েছে। অগ্নিপুরাণের বক্তা অগ্নি এবং শ্রোতা মহর্ষি বশিষ্ঠ। ভারতীয় নানা বিদ্যা এবং দেবতা হিসাবে বলরাম, গণেশ, সূর্য, দুর্গা ইত্যাদি নানা বিষয় এই পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণ সূর্য থেকে সম্ভূত। ভব এই পুরাণের বক্তা, শ্রোতা হলেন মনু। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা চৌদ্দ হাজার, চারটি পর্ব— ব্রহ্ম, মধ্যম, প্রতিসর্গ এবং উত্তরপর্ব।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের চারটি খণ্ড--- ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড। মোট অধ্যায় সংখ্যা ২৭৪, শ্লোক সংখ্যা ১৮ হাজার। বর্তমানে এই পুরাণের দু'টি সংস্করণ পাওয়া যায়— বঙ্গবাসী সংস্করণ (২২ হাজার শ্লোক) এবং বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ (২৫ হাজার শ্লোক)। দক্ষিণ ভারতে এই পুরাণ ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ।

এবার লিঙ্গপুরাণ। শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য এই পুরাণের নাম লিঙ্গপুরাণ। এই পুরাণ পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ নামক দুই খণ্ডে বিভক্ত। মোট অধ্যায় সংখ্যা ১৬৩। পূর্বভাগের অধ্যায় ১০৮ এবং উত্তরভাগের অধ্যায় সংখ্যা ৫৫। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ১১ হাজার।

বরাহরূপী বিষ্ণুমাহাত্ম্যই বরাহ পুরাণের অগ্রাধিকার- প্রাপ্ত বিষয়। বক্তা বিষ্ণু। শ্লোকসংখ্যা চৌদ্দ হাজার। পাদসংখ্যা— চার। প্রথম পাদে ১১২টি অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে ৮০টি অধ্যায়, তৃতীয় পাদে ২০টি অধ্যায় এবং চতুর্থপাদে ২৬টি অধ্যায় আছে।

দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকেয়ের অপর নাম স্কন্দ। স্কন্দ কর্তৃক শৈবতত্ত্ব স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে। এই পুরাণ ছয়টি সংহিতা এবং পঞ্চাশটি খণ্ডে বিভক্ত। স্কন্দপুরাণে ৮১ হাজার শ্লোক আছে। স্কন্দপুরাণের সাতটি বিভাগ খুবই প্রসিদ্ধ— মহেশ্বর, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কাশী, আবন্ত্য, নাগর এবং প্রভাস খণ্ড।

বিষ্ণুর বামনাবতারের মাহাত্ম্য কীর্তনই বামনপুরাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত— পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ। পূর্বভাগেই ছিল ৯৫টি অধ্যায় এবং দশ হাজার শ্লোক। উত্তরভাগের কথা জানা যায়নি।

কূর্মরূপী বিষ্ণুর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে উপদেশ দানই কূর্মপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। কূর্মপুরাণ চারটি সংহিতায় বিভক্ত ছিল— ব্রাহ্মী, ভাগবতী, গৌরী এবং বৈষ্ণবী। ব্রাহ্মী সংহিতা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল— পূর্বভাগ এবং উপরিভাগ। পূর্বভাগের অধ্যায় সংখ্যা ৫২ এবং উপরিভাগের অধ্যায় সংখ্যা ৪৪। ব্রাহ্মী সংহিতার শ্লোক সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। বাকি তিনটি সংহিতা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ওই তিন সংহিতা কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

মৎস্যপুরাণের বিষয়বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত— ব্রহ্মার দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদ সমন্বিত ত্রিভুবনের সৃষ্টি, বিষ্ণুর মৎস্যাবতার ধারণ এবং শিবের ভৈরবরূপ ধারণ। সমগ্র পুরাণটি ২৯০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, শ্লোক সংখ্যা ১৪ হাজার।

গরুড়পুরাণের বক্তা গরুড় এবং শ্রোতা কশ্যপ মুনি। বক্তা গরুড়ের নামানুসারে গরুড়পুরাণ প্রসিদ্ধ। পরে বিষ্ণুর কাছ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার কাছ থেকে ব্যাস, ব্যাসের কাছ থেকে সূত এই পুরাণের শিক্ষালাভ করেন। ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার সারকথা এই পুরাণে ব্যক্ত হয়েছে। এই পুরাণ দুই খণ্ডে বিভক্ত— পূর্বখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। মোট ২৮৮টি অধ্যায় আছে। পূর্বখণ্ডে ২৪৩টি অধ্যায় এবং উত্তর খণ্ডে ৪৫টি অধ্যায়। গরুড় পুরাণকেও অগ্নিপুরাণের মতো পৌরাণিক বিশ্বকোষ বলা হয়। গরুড়পুরাণ ১৯ হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ব্রহ্মা এই পুরাণের প্রবক্তা, তাঁর নামানুসারেই এই পুরাণের নামকরণ হয়েছে। এই পুরাণ চারটি পাদে বিভক্ত— প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত এবং উপসংহার। শ্লোক সংখ্যা ১২ হাজার।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে হলে পুরাণকে আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'পুরাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'পুরাকালীন', ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো— 'ইতি-হ আস' অর্থাৎ 'এইরূপ ছিল'। তাই ইতিহাস হলো অতীতের ঘটনা আর পুরাণ হলো সুদূর অতীতের ঘটনা। পুরাণ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক।

# ভারতীয় নারীর উৎকর্ষ সাধনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান

**সুতপা বসাক ভড়**

কাশ্মীর ভ্রমণকালে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী একবার ভগিনী নিবেদিতাকে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভগিনী নিবেদিতা এদেশে এসেছেন সেবার্থে, সমাজের মঙ্গলসাধন বা শিক্ষা দিতে নয়। তাঁর উপদেশ ছিল, তিনি যেন এদেশের জনগণকে কখনই বুঝতে না দেন যে, তাঁর জ্ঞান তাঁদের থেকে বেশি। সর্বপ্রথম তাঁকে এই দেশের সবকিছু ভালভাবে জানতে হবে, নিজস্ব পাশ্চাত্য ধারণা যেন কদাপি এখানকার সমাজব্যবস্থায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন।

নিবেদিতা স্বামীজীর এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের মতে নিবেদিতা আমাদের মাঝে যেভাবে এসেছিলেন, সেভাবে কোনো ইউরোপীয় মহিলা বা পুরুষ আসেননি; তিনি জ্ঞান দিতে আসেননি। একজন শিক্ষিকা হিসাবে নয়, একজন শিক্ষার্থী হিসাবেই এই দেশের সেবার্থে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন; একজন দেবদূত হিসাবে নয়, কিন্তু একজন ভক্তিপ্রাণা মানুষ সর্বদা তাঁর আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ১৬নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় শুরু করলেন। সেদিন ছিল কালীপূজা। শ্রীমা স্বয়ং এসে উদ্বোধন করেছিলেন। স্বামীজী এবং অন্য সন্ন্যাসীরাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমার আশীর্বাদ ছিল এই বিদ্যালয়ের ওপর। নিবেদিতা উৎসাহের সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু করলেন। ছোট ছোট মেয়েদের পড়া ও লেখা শেখাতেন। এছাড়া ছবি আঁকা, মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়া এবং সেলাই শেখানো হোত। বাচ্চারা তাদের 'সিস্টার'-এর বিদ্যালয়কে ভালবাসতে শুরু করল এবং তিনি আনন্দাতিশয্যে আরও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন।

তিনি ভারতীয় মহিলাদের শান্ত স্বভাব এবং পবিত্রতার কথা বলতেন। আমেরিকার মহিলারা ভারতের মহিলাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইতেন, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তাঁদের কৌতূহল মেটাতে। এইভাবে ভারতীয় মহিলাদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার হলো। এইকাজ খুব সহজ ছিল না, কিন্তু স্বামীজীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন।

বিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি আমেরিকা, ফ্রান্স ও লন্ডনে যান এবং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে ফিরে আসেন। তখন আর তিনি বিদেশিনী নন, তিনি একজন ভারতীয়। তখন থেকে তিনি ভারতকে 'আমার দেশ', এখানকার লোকেদের 'আমাদের লোকজন' বলতে শুরু করলেন। বিদ্যালয় শুরু করার ভাবনা ফলপ্রসূ হয় এই সময়। স্বামীজী তখন বেনারসে। তাঁর আশীর্বাদ এল পত্র-মারফৎ। সরস্বতী পূজার দিন নিবেদিতা পূজার ব্যবস্থা করলেন এবং আশেপাশের মহিলাদের এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করলেন। ওই মহিলারা রক্ষণশীল পরিবারের হওয়া সত্ত্বেও পূজায় এসেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের মেয়েরাও বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করল।

পরবর্তীকালে সিস্টার ক্রিস্টিনের সহায়তায় তিনি মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাচ্চাদের মা'রাও এখানে লেখাপড়া, সেলাই, ছবি-আঁকা শিখতেন। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় গলদ রয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা, মহিলা-শিক্ষা, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সবক্ষেত্রেই যে সংশোধনের প্রয়োজন আছে— তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তৎকালীন বহু শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ, চিত্রকর, বিজ্ঞানী তাঁর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিদেশি শক্তির সাহায্য ছাড়াই তিনি তাঁর ছাত্রীদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় শিক্ষা দিতেন। তারা ভারতীয় প্রথায় কাঠের পিঁড়িতে বসে পড়াশুনা করত। তিনি তাদের ভারতীয় কলা এবং প্রকৃতি চিত্রায়ণের জন্য উদ্দীপ্ত করতেন। সে সময় বন্দে মাতরম্ গান গাওয়া নিষেধ ছিল, সেই সময় তাঁর বিদ্যালয়ের প্রার্থনায় প্রত্যহ এই গান গাওয়া হোত। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি মোটা খাদির বস্ত্র পরিধান করতেন এবং বিদ্যালয়ে চরকা কাটা শুরু করেছিলেন।

বাগবাজারে বসবাসকালীন তিনি ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই মহিলারা সহজ, সরল, লাজুক কিন্তু ভদ্র ও রক্ষণশীল। তাঁদের প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল যে, তাঁরা যেন তাঁদের পরম্পরাগত শিক্ষা ধরে রাখেন। তাঁর মতে পশ্চিমের ফ্যাশন এবং জীবনযাত্রা তাঁদের সহজ সরল জীবনে কুঠারাঘাত করতে পারে।

ভারতবর্ষকে তিনি মহিয়সী নারীদের দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। সীতা, সাবিত্রী, উমা, গান্ধারীর পবিত্রতাকে তিনি সসম্মানে প্রণাম জানিয়েছেন। পতিব্রতা স্ত্রী এবং স্নেহময়ী মা হিসাবে তিনি তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বীরাঙ্গনা অহল্যাবাঈ-য়ের কথা, যাঁরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের মাতৃভূমির রক্ষার্থে লড়াই করেছেন। ■

# ভোরের শিউলি সুবাস

শরৎকালের ফুল শিউলি। ভোরবেলার একটু একটু ঠাণ্ডা আমেজে শিউলির গন্ধ ভেসে আসে। তখন বুক ভরে শ্বাস নিলে নির্মল বাতাসে শরীর ও মন সতেজ হয়ে যায়। শিউলি রাতের ফুল। সন্ধ্যেবেলা থেকে ফুটতে শুরু করে আবার সকালবেলা ঝরে পড়ে যায়। গাছের তলাটা ফুলে ফুলে ভরে থাকে। মনে হয় কেউ যেন শিউলিফুলের চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

সুমনার প্রতিদিন ঘুম ভাঙে শিউলিফুলের সুবাসে। সূর্য আর সুমনা সহোদর। ওরা এক সঙ্গে ওঠে। পুব আকাশে আলোর রেখা দেখা দিলেই সুমনা আর বিছানায় থাকে না। এটা তার রোজকার অভ্যাস। ঠাম্মা বলে, সূর্যদেব সবাইকে ডেকে দেয়। সেই ডাক সবাই শোনে না, শোনে কেবল আমার দিদিভাই। তাইতো ওরা এক সঙ্গে ওঠে।

মায়ের ঘুম ভাঙে সবার আগে। সূর্যদেবেরও আগে। ঘুম থেকে উঠে মা সবার আগে এক সাজি শিউলিফুল কুড়িয়ে এনে সুমনার বিছানার পাশে রেখে দেয়। ঘুমের মধ্যেই সুমনা সেই গন্ধ পায়। তাই সকাল থেকেই সুমনার মন খুব ভালো।

সুমনা একদিন মাকে বলে— মা, সবার আগে তোমার কী করে ঘুম ভাঙে?

মা বলে— তোমার ঘুম ভাঙে সূর্যদেবের ডাকে, আমারও তেমনি শিউলিফুলের সুবাসে। ওই ভোরবেলা যখন চারিদিকে একটু একটু অন্ধকার তখন থেকেই শিউলি তার সুবাস ছড়ায়। সেই সুবাসে পাখিরা জেগে ওঠে, আমিও জেগে উঠি। তারপর খালি পায়ে সাজি হাতে শিউলি কুড়োতে যাই।

সুমনা মন দিয়ে শোনে মায়ের কথা। তারপর বলে— আমি কেন ভোরবেলা সবার আগে ওই সুবাস পাই না? মা হেসে বলে— ওই সুবাস কি আর এমনি এমনি পাওয়া যায়! ওই সুবাস পেতে হলে আগে শিউলিগাছের সঙ্গে বন্ধু পাতাতে হবে। তবে না সে তোমাকে সবার আগে গন্ধ পাঠাবে। সুমনা একছুটে যায় শিউলি তলা। বলে— ও শিউলি তুমি আমার বন্ধু হবে? শিউলি কোনো উত্তর দেয় না। সুমনা আবার বলে— ও শিউলি তুমি আমার বন্ধু হবে? এবার শিউলিগাছে বসে থাকা এক পাখি ডেকে ওঠে। মা খুশি হয়ে বলে— শোন শোন, পাখিকে দিয়ে শিউলি উত্তর পাঠিয়েছে, আজ থেকে ও তোমার বন্ধু হলো।

পরের দিন ভোরে সবার আগে সুমনার ঘুম ভাঙে। সূর্যদেবেরও আগে, মায়েরও আগে। একটু একটু অন্ধকার তখনও। খালি পায়ে সাজি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সুমনা। ঘাসের উপর পা পড়তেই একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় পা-দুটো ভিজে গেল। ঘাসের উপর শিশির পড়েছে। সুমনা ধীর পায়ে শিউলিগাছের সমানে গিয়ে দাঁড়ায়। গাছের নীচে কত শিউলি পড়ে আছে। চারিদিকে তার সুবাস ছড়িয়ে। প্রথমে সে বুক ভরে শ্বাস নিল তারপর একটা একটা করে শিউলি কুড়িয়ে সাজি ভরতে লাগলো। শিউলিগাছও তার বন্ধুর মাথায় ফেলতে লাগলো একটা দুটো করে ভোরের শিউলি।

*বিরাজ নারায়ণ রায়*

*অঙ্কন : মৌমিতা দাস*

## ভারতের পথে পথে

# কন্যাকুমারী

ভারতের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তটি হলো কন্যাকুমারী। যেখানে সমুদ্রের নীল জলরাশি ভারতমায়ের চরণ ধুয়ে দিচ্ছে। ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে প্রসারিত তামিলনাড়ুর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশে এটি অবস্থিত। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল তামিলকাম। কন্যাকুমারী নামটি এসেছে সেখানকার দেবী কন্যাকুমারীর নাম অনুসারে। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে কন্যাকুমারীর এক যোগ তৈরি হয়। বিবেকানন্দ সারা ভারত পরিভ্রমণ করে কন্যাকুমারীতে গিয়ে পৌঁছন। তারপর সমুদ্র সাঁতার দিয়ে ওঠেন শ্রীপাদশিলায়। সেখানে তিনি তিনদিন ধ্যানমগ্ন থেকে ভারতমাতার দর্শন লাভ করে দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্যা। পরবর্তীকালে একনাথ রানাডের প্রচেষ্টায় সেখানে গড়ে ওঠে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। বর্তমানে কন্যাকুমারী একটি বড় পর্যটন কেন্দ্র।

## এসো সংস্কৃত শিখি

**तदर्थ किम् ?**

সেইজন্য কি?

**तत् किमपि मास्तु।**

তা কিছুই চাই না।

**न दृश्यते ?**

দেখাই যাচ্ছে না?

**समाप्तम् ?**

শেষ?

**कस्मिन् समये ?**

কটার সময়?

## ভালো কথা

# পুজোয় হলো বস্ত্রদান

আর আট বছর পরে আমাদের পাড়ার পুজো একশো বছর পূর্ণ করবে। তার নানা উদ্‌যাপন একবছর থেকেই শুরু হলো। ষষ্ঠীর দিন কমিটির তরফ থেকে বস্ত্র বিতরণ করা হলো। যারা রাস্তায় থাকে, তাদেরকে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে। ছোটদের জামা-প্যান্ট, মায়েদের শাড়ি অরো অনেক রকমের। স্থানীয় থানার আধিকারিক ও অনেক বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারা সবাই নতুন বস্ত্র পেয়ে খুব খুশি।

**অর্ঘ্য দে, কলকাতা-৬**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

***লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে***

(১) ব ণী রি তা

(২) খ র্প দ ন

***সঠিক ভাবে সাজাতে হবে***

(১) রি ম্ব ন্ত ধ

(২) য়া কো ল তো

**১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) নাইজেরিয়া (২) তামিলনাড়ু

**১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) চিত্রকলা (২) অন্বেষণ

**উত্তরদাতার নাম**

(১) রূপসা দেবনাথ, বিরাটী, কলকাতা-৪৯

(২) বর্ণালী সিংহ মোদক, বরাবাজার, পুরুলিয়া

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# পণপ্রথার কদর্য রূপ

**সুতপা বসাক ভড়**

আমাদের সমাজে এখনও অনেক কুপ্রথার প্রচলন রয়েছে, যেগুলি আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পণপ্রথা হলো তাদের অন্যতম। অবশ্য এখন বিয়ের কথা-বার্তার সময় খুব কম পাত্রপক্ষ মুখে বলে যে, আমাদের অমুক, অমুক জিনিস চাই। কারণ পুলিশ এবং আইন বাঁচিয়ে চলতে তারা খুবই পারঙ্গম। বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হলে তারা তাদের চাহিদা একটু একটু করে সামনে রাখতে থাকে। প্রথমদিকে পাত্রপক্ষ পাত্র-পাত্রীর মেলামেশাকে খুবই খোলা মনে মেনে নেয়। তারপর আসে আশীর্বাদ যা আজকাল 'এনগেজমেন্ট' নামেই বেশি প্রচলিত। তখন একটি বিশেষ গাড়ির চাবি হলে ভাল হয়, যা কিনা পাত্রীর আরামের জন্যই— এমন বক্তব্য থাকে অনেক পাত্রপক্ষের। ব্যাপারটা যখন বেশি এগিয়ে যায়, তখন পাত্রীপক্ষ কষ্ট করেও চেষ্টা করে পাত্রের আবদার মেটাতে। কারণ বিয়ে স্থির হওয়া মানেই সামাজিক চাপ এসে যায় কন্যাপক্ষের ওপর। এর পরের দাবিদাওয়া খুবই মসৃণভাবে চলে; যেমন— 'আসবাব, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি ইত্যাদি তো দিচ্ছেনই', 'সোনা বেশি চাই না, তবে প্লাটিনাম বা হীরের সেট মন্দ নয়', 'মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কথাও আশা করি মনে রাখবেন', 'আমাদের আবার এতগুলি নমস্কারী আছে', 'আপনাদের জামাইয়ের অমুক অমুক জিনিস খুব পছন্দ' ইত্যাদি। এইভাবে পাত্রপক্ষের অসীম দাবির আরম্ভমাত্র হয়। অনেকে বিয়েতে কী কী খাবার পরিবেশন করবেন সেই নির্দেশও পাত্রীর বাবাকে দেন। লক্ষ্য করুন, এরা কেউ সরাসরি টাকা দাবি করছে না, অথচ যেন-তেন-প্রকারেণ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিচ্ছে। অনেক মেয়েই আজকাল এইসব অন্যায় দাবির প্রতিবাদ করে। তারা ওইসব বিয়েতে তাদের অমত দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আজকের দিনের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা মেয়ের মুখ চেয়ে পাত্রপক্ষের অন্যায় দাবি মেনে নেন। তাঁদের আশা, এসব দিলে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের অযত্ন হবে না। আর এখানেই তাঁরা মস্ত ভুল করে বসেন, কারণ চাহিদার কোনো শেষ নেই।

পাত্রপক্ষের বাড়ি যদি অন্য শহরে হয়, তাহলে তারা আবার বিয়েটা তাদের শহরে করাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন— এতে তাঁদের সুবিধা হবে। এজন্য কন্যাপক্ষ বিয়ের সব সরঞ্জাম, দামি পোশাক, অলঙ্কার, আত্মীয়-স্বজনসহ পাত্রপক্ষের চিহ্নিত করা হোটেলে এসে উঠবেন। এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষই বিয়ের সাজসজ্জা, খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করবেন—পাত্রীর বাবা শুধুমাত্র টাকা দেবেন। এই ব্যবস্থা কি পণপ্রথারই এক নিকৃষ্টরূপ নয়?

একবার ট্রেনযাত্রার সময় দেখি, আমাদের সহযাত্রী বয়স্ক দম্পতি বেশ কয়েকটি বস্তা নিয়ে উঠেছেন। আলাপ-পরিচয়ে জানতে পারলাম মেয়ে-জামাইয়ের কাছে যাচ্ছেন— বেশি করে ঘরের মুড়ি, চিঁড়ে, নারকেল ইত্যাদি নিয়ে। কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, জামাইবাবাজী মিলিটারিতে চাকরি করে। অনেক খুঁজে এই জামাই তাঁরা পেয়েছেন। যাত্রায় অন্তরঙ্গতা বাড়লে বয়স্ক ভদ্রলোক জানান, এই বড় মেয়ের বিয়েতে জামাইয়ের চাহিদা মেটাতে তাঁদের অনেক ঋণ হয়েছে। এতো গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত একজন সিপাহির চাহিদার বৃত্তান্ত।

এবার আসি উত্তরপ্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত দুবে পরিবারের প্রসঙ্গে। যাঁদের বড় মেয়েটি রূপে, গুণে অদ্বিতীয়া। বিয়ে স্থির হলো বারাণসীর পালটি ঘরে। পাত্র মা-বাবার একমাত্র ছেলে আর তিনটি ননদ। খুবই বিত্তবান তারা, চাহিদাও সেইরকম। দুবেজী একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে কর্মরত। এতসব দাবি মানতে তাঁর খুব অসুবিধা হচ্ছিল। ওই বিয়ের পাত্র-পাত্রী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত, অথচ দেনাপাওনার ব্যাপারে দুজনেই নিশ্চুপ।

পরবর্তী ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বিহারের শিক্ষাজগতের একজন প্রতিষ্ঠিত পাত্র। বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষের থেকে গাড়ি এবং অন্যসব দামি সামগ্রী চেয়ে বসলেন, কারণ তিনি নাকি খুব শীগগির বিদেশযাত্রা করবেন। এটা বিয়ের বাজারে পাত্রের দাম বাড়াবার একটা কৌশল।

পশ্চিমবাংলার গ্রামের একটি ঘটনা। পাত্রপক্ষের মোটা নগদ টাকার দাবি মেটান একজন স্কুল শিক্ষক। মেয়েটি বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর অত্যাচার শুরু করে। তাঁদের ঘর থেকে বের করে বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা করে আর নিজে ওই ঘরের অধিকার নেয়। এ কেমন প্রতিশোধস্পৃহা?

অনেক পরিবার মেয়ের বিয়েতে পাত্রপক্ষের চাহিদা পূরণে কার্পণ্য করেন না। কারণ ছেলের বিয়েতে তারা সব উশুল করে নেন। অনেকে আবার পারিবারিক প্রথার মোড়কেও পণপ্রথাকে সমর্থন করেন। এঁরা অধিকাংশই শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীর দল। তাঁরা জানেন কীভাবে কী আদায় করতে হয়।

ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে সমাজে পণপ্রথার নামে এই ক্ষতটি আজও প্রখরভাবে বিদ্যমান। বাইরের রূপ পাল্টালেও ভেতরের কদর্যতা ভীষণ। এইভাবেই অনেক পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষের চাহিদা মেটাতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে সমাজে একটু হলেও পরিবর্তন আসছে। নিশ্চয় এই বহুরূপী কুপ্রথাটি সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হবে। তখন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের কষ্ট লাঘব হবে আর বিবাহযোগ্যা কন্যারা মাথা তুলে বাঁচতে শিখবে।

# পাকিস্তানের ঘৃণ্যচরিত্র আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে উন্মোচিত হোক

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদীয় দলের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে একটা আশ্চর্যজনক বিষয় নজরে পড়ল। মার্কিন দেশের কেষ্ট-বিষ্টুদের পাকিস্তান সম্পর্কে ধারণায় কী ভয়ঙ্কর অবনতি হয়েছে। তাঁরা পাকিস্তানকে তার স্বমূর্তিতে চিনতে কোনো দ্বিধা করছেন না। মার্কিন সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একটা বিরাট অংশ, কংগ্রেসের সদস্য, সেনেটর থেকে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরাও খোলাখুলি পাকিস্তান বিরোধী কথাবার্তা বলছেন।

২০০৪ সালে যে পাকিস্তানকে আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ 'NATO বহির্ভূত সহযোগী দেশ' হিসেবে গণ্য করত তারা আজকের পাকিস্তানকে নির্দ্বিধায় নিছক একটি কপট, গুণ্ডা রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যাদের বিদেশনীতির একমাত্র অস্ত্র সন্ত্রাসবাদের বিস্তার। কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থার ওপর লাগাম পরানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দাবি মানলেও হাক্কানি নেটওয়ার্ক, লস্কর-এ-তৈবা বা জৈস-এ মহম্মদের মতো ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী যারা আমেরিকা, আফগানিস্তান বা ভারতের ওপর আঘাত হানতে সদা তৎপর তাদের প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে পাকিস্তানকে চূড়ান্ত দুরমুশ করছে আমেরিকা। এর মধ্যে কিছু কিছু আমেরিকান আইন প্রণেতা মুখে কোনো বাক্য উচ্চারণ না করে পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে সরাসরি সেদেশকে আমেরিকার প্রতিরক্ষা খাতে দেওয়া সাহায্য বন্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। উল্টে কৌশলে ভারত যাতে অন্তত নিয়ন্ত্রিত হলেও কিছুটা প্রযুক্তিগত প্রতিরক্ষা সহায়তা পায় তার চেষ্টা করছেন। এর মূলে রয়েছে ভারতের নজরে পড়ার মতো অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য সাফল্য, দু'দেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও চীনকে নিয়ে উভয়েরই একই ধরনের উদ্বেগ।

এই সব ঘটা সত্ত্বেও একটা বিষয় এখনও পরিষ্কার নয় যে সভ্য দুনিয়ার কাছে সঠিকভাবে পাকিস্তানকে একঘরে করে দেওয়ার মহাগুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণটি উপস্থিত হয়েছে কিনা? প্রখ্যাত বিশ্লেষক ও অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় জেনারেল আতা হাসনাই-য়ের মতে পাকিস্তান অপরাধ করেও বারবার রেহাই পেয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে দেশটির জটিল ভৌগোলিক অবস্থান। আর এই অবস্থানগত সুবিধেটির মাধ্যমে কখনও প্রলুব্ধ করে, কখনও ছলনা করে, আবার কখনও বা ব্ল্যাকমেল করে পাকিস্তান বিশ্বের তাবৎ শক্তিধর দেশগুলিকে তার বেয়াদপি বরদাস্ত করতে প্রায়শ বাধ্য করেছে।

এই পরিস্থিতিতে বহু বিশেষজ্ঞ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন ভারতের পক্ষে বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের এই ঘৃণ্য চরিত্র উন্মোচিত করে দেওয়ার এটিই প্রকৃষ্ট সময়। বহুদিন ধরেই ভারত এই ধরনের কিছু করার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করত। সংশয় ছিল যদি এর ফলে পাকিস্তানের ফাঁদে পড়ে যায়। অথচ পাকিস্তান নতুন করে কাশ্মীর সমস্যাকে বিশ্বের নজরে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেছে। যদিও তারা ভালই জানে সিমলা চুক্তি (১৯৮৯)-র পর এই সমস্যা কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতেই সমাধান হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, ২০১৬ কিন্তু ১৯৮৯ থেকে চরিত্রগতভাবে একেবারে আলাদা। আজকের পাকিস্তান 'সিমলা চুক্তি' ফুৎকারে উড়িয়ে কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকরণের হীন পরিকল্পনা করছে। কিন্তু সারা বিশ্বের কোনো দেশই আজ কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কী বিতর্ক, বিক্ষোভ চলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আদৌ উৎসাহী নয় যদি উপমহাদেশে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে! কিন্তু সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। সন্ত্রাসবাদের

বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের ঘৃণ্য চরিত্র উন্মোচিত করে দেওয়ার এটিই প্রকৃষ্ট সময়।... পাকিস্তান 'সিমলা চুক্তি' ফুৎকারে উড়িয়ে কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকরণের হীন পরিকল্পনা করছে। কিন্তু বিশ্বের কোনো দেশই আজ কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কী বিতর্ক, বিক্ষোভ চলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আদৌ উৎসাহী নয়।

মূল কারণই হলো রাজনৈতিকভাবে কাশ্মীর সমস্যা--- এই তত্ত্ব দীর্ঘসময় হলো বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। কাশ্মীরে প্রলম্বিত গ্রীষ্মঋতু ধরে জিহাদি সন্ত্রাসের নিষ্ঠুর হত্যালীলা আজ সারা বিশ্বকে ভারতের প্রতি সমবেদনাশীল করে তুলেছে।

আজ সময় এসেছে, ১৯৯৮ সালের সেই ঘেরাটোপ থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসতেই হবে যখন পাকিস্তান নিজের খেয়ালখুশিমতো পরমাণু হাতিয়ার প্রয়োগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল। পরম্পরাগতভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিমণ্ডলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির ক্ষেত্রে হাতিয়ার প্রয়োগ পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বকে মর্যাদা দিয়েই চলে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনোপক্ষের প্ররোচনা এমন জায়গায় না পৌঁছয় যখন অন্তিম Mutually Assured Desiraction (MAD)-এর ধ্বংসলীলা না নেমে আসে। অর্থাৎ পরমাণু আঘাত। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তান এই পারমাণবিক অস্ত্র বা ব্যবহারের কৌশলটির অছিলায় বা সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত ভারতের ওপর ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কেননা তারা ধরেই নিয়েছে ভারত 'কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ' সদাই বজায় রাখবে। অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তি কখনই ব্যবহার করবে না।

সাম্প্রতিক উরির ঘটনায় তাৎক্ষণিক কোনো প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় পাকিস্তান হয়তো ভেবে নিতে পারে এবারেও তার অভিসন্ধি ঠিক কাজে এসেছে। কিন্তু তা করলে তারা ভুল করবে। একপক্ষীয় কৌশলগত পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ভারতের দু'টি কারণ আছে--- (১) আন্তর্জার্তিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে কাশ্মীর বিবাদ সংক্রান্ত মিথ্যা প্রচার না করতে দেওয়া, (২) আমাদের নিজেদের ক্রমিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন জারি রাখা। কেননা একটি অন্তঃসারশূন্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একেবারে 'টিট্ ফর ট্যাট্' করলে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ সেই পরিবেশে থমকে যেতে পারে। প্রথম বিষয়টি যে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় সেকথা আগে বলেছি। কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কেরলের কোঝিকোড়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটি যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, গরিবি, অন্যায়, ঘৃণার সঙ্গে যুদ্ধ করো, পরস্পরের মধ্যে নয়। বার্নার্ড শয়ের বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ায় 'Never wrestle with a pig. You get dirty and besides, the pig likes it' ঠিক এই ধরনের আরও বার্তা দেওয়াই এখন জরুরি, যার লক্ষ্য পাকিস্তানের নাগরিকরা নয়, সেখানকার নিকৃষ্ট নেতারা। পাকিস্তানের জনগণকে তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার, ভারতকে ঘিরে অতিরঞ্জিত ঘৃণার ধারণা তৈরি করার ও ভারত সম্পর্কে মিথ্যা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার যে পরম্পরা চলে আসছে তার মূলে কুঠারাঘাত করা খুবই জরুরি। কিন্তু অবশ্যই এটাই আমাদের একমাত্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। তাহলে আমরা সেই বহুকথিত কৌশলগত পারমাণবিক বন্ধ্যাকরণ থেকে কী করে বেরোতে পারি?

দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত পণ্ডিত ও লেখক ক্রিস্টিন ফেয়ার যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন ভারতের আমেরিকায় যে সাম্প্রতিক প্রভাবিত করার মতো শক্তি সঞ্চার হয়েছে তার ব্যবহার করা দরকার। সেই সঙ্গে অন্য বড় শক্তি চীনের সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়ানো জরুরি। এর ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমতি সাপেক্ষে পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাসবাদী পাচারের রাস্তাগুলিতে ফেনসিং বা বেড়া দেওয়া যেতে পারে। এটি একটি সুচিন্তিত মত আর এ পথে চেষ্টা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে হাতেনাতে খুব একটা ফল পাওয়া যায় না। সন্ত্রাসবাদী হামলা এর দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হবে এমনটাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

আজকে ভারত ও আমেরিকার সাংবাদিক ও কূটনীতিবিদরা যে কথা বলার চেষ্টা করছেন সেটিই পাকিস্তানের প্রাক্তন আমেরিকা নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও বর্তমানে একজন লেখক ও চিন্তাবিদ সটান বলে বলে দিয়েছেন— 'পাকিস্তানের শাসকরা আরও বিরাট আকারের মূল্য যতক্ষণ না চোকাচ্ছে ততদিন তারা এই সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে না বলেই আমার ধারণা।'

অশোকস্তম্ভকে জাতীয় প্রতীক হিসেবে নেওয়া দেশ এই ভারত হয়তো বিস্মৃত হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনায় কৌটিল্যের নীতি— 'সাম, দান, দণ্ড, ভেদ' (পারস্পরিক বোঝাপড়া, ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধ ও বিভেদ) এই চতুর্মুখী আপ্তবাক্যের নিদান। তবে ভারত এখন অনুধাবন করতে পারছে শুধুমাত্র গাজর দেখিয়ে হবে না এবার ডাণ্ডাও লাগবে। কেবলমাত্র তীব্র ভাষায় সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করা আর সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মাঝখানেও বেশ কিছু পথ এখনও রয়ে গেছে। চিরাচরিত আদর্শগত রাজনীতির জায়গায় কৌটিল্যের বাস্তব অবস্থানসাপেক্ষ রাজনীতিই দেশের পাকিস্তান-নীতি নির্ধারণ করবে। বাস্তববাদী পরিস্থিতি সাপেক্ষ রাজনীতি কোনো উদ্ভট নীতিবাগীশতা নয়, এই মানসিকতায় চললে পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গুপ্ত প্রক্রিয়ায় কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বালুচিস্তানের সঙ্গে সহমর্মিতা, সিন্ধুর জল নিয়ে জল ঘোলা এমনই সব অপরীক্ষিত কৌশলই এখন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। ▮

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

# বাংলাদেশের বিলম্বিত বোধোদয়

**সুবীর ভৌমিক**

জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশকে যাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখেননি তাঁদের জন্য কয়েকটি ভালো খবর আছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এইসব খবরকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ১ জুলাই, ঢাকার হোলি আর্টিসান কাফেটেরিয়ারে জিহাদি হামলার পর তিন মাসের ওপর কেটে গেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের ফলে ইসলামি জিহাদের বেশ কয়েকজন হোমরাচোমরাকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণত দু-একটা সফল অভিযানের পর প্রশাসনের একটু আত্মতুষ্টির মনোভাব দেখা যায়। সারা বিশ্বের সৌভাগ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি। জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের মনোভাব এখনও যথেষ্ট ইতিবাচক।

একথা অনস্বীকার্য, সন্ত্রাসের উপযুক্ত মোকাবিলা করার ব্যাপারে বাংলাদেশের অনেক খামতি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের লড়াই প্রশংসার দাবি রাখে। সাম্প্রতিক অতীতে, সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ-সহ লেখক, প্রকাশক, ব্লগারদের ওপর ক্রমবর্ধমান জিহাদি হামলা বাংলাদেশের সর্বস্ব পণ করা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ের কারণেই এখন প্রায় স্তিমিত। বলা যেতে পারে, দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সঠিক রাস্তাটি খুঁজে পেয়েছে। অর্থাৎ নীচুতলার হানাহানি যদি বন্ধ করতে চাও তা হলে উঁচুতলার পাকা মাথাগুলোকে মারো।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃত সাফল্য শুরু হয়েছিল গুলশন হামলার ২৬ দিন পর। পুলিশের একটি বিশেষ (সোয়াট) বাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময়, হামলার জন্য দায়ী জামাত-উল-মুজাহিদিনের ৯ জন জঙ্গি

এদিন মারা যায়। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে ছিল হামলাকারীদের অন্যতম প্রশিক্ষক রইহান কবির। এছাড়া দলে ছিল আরও দু'জন হাই প্রোফাইল সদস্য। বাংলাদেশের গুপ্তচর সংস্থা ডিজিএফআই-এর কর্ণধারের পৌত্র, অধুনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক শেজাদ রউফ অর্ক এবং একদা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মনিম খানের পৌত্র আকিফুজ্জামান খান।

এক মাস পর, ২৭ আগস্ট, বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষীরা বন্দর শহর নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় জেএমবি-র একটি গুপ্ত ঘাঁটিতে অতর্কিতে হানা দিল। লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হলেও তারা গুলি চালাতে শুরু করে। খণ্ডযুদ্ধে কারা মারা গেছে দেখতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা আবিষ্কার করলেন তাঁরা 'জ্যাকপট' পেয়ে গেছেন। জিএমবি-র নতুন ধাঁচের জিহাদের প্রধান পাণ্ডা তামিম আহমেদ চৌধুরী তার দুই শাগরেদ-সহ মারা গেছে।

২০১৩-র পর থেকে কানাডাপ্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক তামিম আহমেদ চৌধুরি হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে জিহাদের পোস্টার বয়। উত্থানের ভঙ্গিটা অনেকটা কাশ্মীরের বুরহান ওয়ানির মতো। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম তার নাম দিয়েছিল 'নিউ-জিএম বি'। নতুন যুগের নতুন আইডিয়ার জঙ্গি। যেমন নৃশংস তেমনই বুদ্ধিমান। ইসলামিক স্টেটের নজরে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। বস্তুত সেই হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে আই এস-এর প্রধান মুখ। ১ জুলাই-য়ের গুলশন হামলারও মাস্টারমাইন্ড ছিল তামিম। আই এস-এর পতাকা শক্ত হাতে ধরে সে আসলে বাংলাদেশের পরমপ্রিয় বাঙালি জাতিসত্তায় ক্রমাগত আঘাত করে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। সৌভাগ্য, তা হয়নি। তামিমের মৃত্যুতে বাংলাদেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে কাশ্মীরে এখনও বিক্ষোভ চলছে। ইসলামি ব্রাদারহুডের নিয়ম মেনে বাংলাদেশের মানুষ যে কাশ্মীরকে অনুসরণ করেননি তার জন্যেও তারা প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

তামিম মারা যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ঘটল আর একটি ঘটনা। পুলিশ এবং র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব)-র সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলো জেএমবি-র উত্তরাঞ্চলের কম্যান্ডার খালিদ হাসান ওরফে বদর মামা। এখানেই শেষ নয়। এর কয়েকদিনের মধ্যে নিহত হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর, অধুনা এক জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রধান জহিদুল ইসলাম। এরপর সারা বাংলাদেশ যখন ইদ উৎসব পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

ঠিক তখনই পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গেল তনভির কাদরি। তামিমের মৃত্যুর পর তার শূন্যস্থান পূরণ করেছিল এই তনভির কাদরি। কাদরি ছিল শীর্ষ ব্যাঙ্ককর্তা আর তার স্ত্রী শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা এক এনজিও-র কর্মী। ২০১৪ সালে হজ করে আসার পর তারা জঙ্গিদলে যোগ দেয়। দলের প্রধান জসিমুদ্দিন রহমানিকে কাশিমপুর জেল থেকে মুক্ত করে আনার ষড়যন্ত্রেও এরা লিপ্ত ছিল বলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি হামলা হলে, এই সেদিনও, দায়ভার স্বীকার করে ইসলামিক স্টেট বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু আপাতত তারা একেবারে নীরব। যদিও এর জন্য ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের দুরবস্থাও সমানভাবে দায়ী। এই দুটি দেশই তাদের ধাত্রীগৃহ। তালিবান জঙ্গি হামলায় সর্বস্বান্ত এক হুজি নেতা একবার বলেছিলেন, 'বাঙালি মুসলমানরা হলো কামানের খোরাক। আমরা আগে যেহেতু অন্য সম্প্রদায়ের অংশ ছিলাম পরে ইসলামি জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, তাই আমরা সবসময় ওদের কাছে সন্দেহভাজন।'

তবে ভারতের সমর্থন এবং সহযোগিতা না পেলে বাংলাদেশের জিহাদ বিরোধী লড়াই সফল হবে না। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দুটি রাজ্য বাংলাদেশ থেকে তাড়াখাওয়া জঙ্গিদের নিরাপদ বাসভূমি হয়ে উঠেছে। তিন বছর আগে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে আকস্মিক বিস্ফোরণ তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। জেএমবি-র আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে এই দুটি রাজ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ খাগড়াগড়ের ঘটনা তাও প্রমাণ করে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ এবং ভারতের গোয়েন্দারাও দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ ও অসম— এই দুটি রাজ্য বাংলাদেশি জঙ্গিদের সংকটের সময়ে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে আশ্রয় নেয়। বস্তুত ২০০৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তীব্র এবং ভয়াবহ সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান শুরু হবার পরেও যে জেএমবি এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের আশ্রয়। শেখ হাসিনা সরকার আবার জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। সুতরাং জঙ্গিরা যে আবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করবে সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। কোনো একটি ছিদ্র দিয়েও যাতে জিহাদিরা পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে না আশ্রয় পায় তা ভারতকে নিশ্চিত করতে হবে। ভারতে কোনোভাবেই সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গোদ্যান বানানো চলবে না। নয়তো বাংলাদেশের লড়াই, তা সে যত তীব্রই হোক, কোনো কাজে আসবে না।

*(লেখক বিবিসি'র প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সংবাদ বিশ্লেষক)*

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

## এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

বিশেষ প্রতিবেদন

# সাম্প্রতিক দুর্গাপূজায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে দেববিগ্রহ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান

রাজীব চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগেই যে ঘটনা আমরা সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে ঘটতে দেখেছি, সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি যদি হঠাৎ এইপারে স্বল্প কিছু ঘণ্টার ব্যবধানে বারবার ঘটে যায়, তখন নড়েচড়ে বসতে হয় বই কী। ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যখন বারবার সংখ্যাগুরুর ধর্মবিশ্বাসের ওপর ইসলামি মৌলবাদের ধারালো ও বর্বর আঘাত নেমে আসে এবং রাজ্যের শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে সেই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়, তখন চুপ করে ঘরে বসে থাকা যায় না। হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে, হাজারো বাধার মধ্যেও সামান্য প্রতিবাদটুকু করার জন্য কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হয়।

আমরা সকলেই জানি যে দুর্গাপূজার সময়ের ঘটনা বিগত কিছু বছর যাবৎ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় না। তাই বলে ঘটনা ঘটা তো আর বন্ধ থাকে না বা থাকতে পারে না।

২০১৬-র দুর্গাপূজায় আমরা একদিক থেকে একটি নতুন দৃষ্টান্ত বা নজিরের সাক্ষী হলাম। বাংলাদেশে যে সময়ে শেখ হাসিনা সরকার কড়া হাতে জঙ্গি দমন করছেন, প্রবল পুলিশি প্রহরায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের আবেগের মর্যাদা দিয়ে সে দেশে সম্পন্ন হচ্ছে অসংখ্য দুর্গোৎসব, ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফতোয়া জারি করে দশমীর রাতে হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জনে শুধু বাধাই দিচ্ছেন না, আদালতের ধমক খেয়ে তাঁর কোনো শিক্ষেও হচ্ছে না! পুজোর ছুটির মধ্যেও তিনি নিজের জেদ বজায় রাখতে 'রাজধর্ম' ভুলে শুধু কয়েকটি ভোটের লোভে আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে ছুটে

মালদহের চাঁচলে মুসলমান আক্রমণের খণ্ডচিত্র।

যাচ্ছেন তাঁর মুসলমান ভাইদের আরও 'বেশি কিছু' পাইয়ে দিতে। এই ঘটনা কট্টরপন্থীদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। যায়ওনি। তাই এই ২০১৬ সালের দুর্গাপূজার সময় পশ্চিমবঙ্গে কম করে ছ'টি জায়গায় দুর্গাপ্রতিমার ক্ষতি করেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা! এই সবকটি ঘটনার মধ্যে সবথেকে আশ্চর্যজনক মিল হলো, কোনো ঘটনাতেই দুষ্কৃতীদের কেউ নাকি দেখেননি! ফলত সবকটি ক্ষেত্রেই প্রশাসন বিষয়গুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করে গেছে ও যাচ্ছে।

মালদহ জেলার কলিগ্রামে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন ও মহরমের তাজিয়াকে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে কলিগ্রামে হিন্দুদের বাড়িঘর, দেববিগ্রহ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা বর্তমান শাসকদল রাজ্যে অশান্তি কিছু দেখছেন না।

বাইনান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাটানগর, নদীয়ার গাংনাপুরের মাঝেরগ্রাম অঞ্চলের পার্শ্বনাথপুরের সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি, হুগলির পুরশুরা, শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনের পুজো, হাওড়ার সাঁকরাইলের আড়গোড়ের 'আমরা কজন' ক্লাবের প্রতিমা— এখনও পর্যন্ত এই ক'টির খবর পাওয়া গিয়েছে। তালিকাটা যে আরও বড় নয়, সেই নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারবেন না।

হঠাৎ করে এই উপদ্রব এই রাজ্যে শুরু হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের স্মৃতির সরণী বেয়ে পিছিয়ে যেতে হবে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর, লালবাড়িতে যখন চলছে 'উদ্ধত বুদ্ধ'র শাসন। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এই দেশে আশ্রয় নেওয়া লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়িত করতে সিপিএমের এক অতি পরিচিত মুসলমান নেতার উদ্যোগে শুরু হয় হাঙ্গামা! তাতে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন কংগ্রেস, তথা বর্তমানের শাসকদলের এক সাংসদ। সমগ্র কলকাতা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় উগ্র, ধর্মান্ধ জেহাদিরা। এদের মধ্যে কতজন তসলিমার লেখা পড়ে সেদিনের

বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা দেখেছি যে ওই উগ্র, ধর্মান্ধ, মূর্খ জেহাদিদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ তৎকালীন বাম সরকার কীরকম নির্লজ্জের মতো 'রাজধর্ম' পালনে বিফল হয়ে রাতের অন্ধকারে তসলিমাকে পাচার করে দিয়েছিলেন বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। এই ঘটনাই এই রাজ্যে ইসলামিক মৌলবাদের জয়যাত্রার সূচনা করে। পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ধীরে ধীরে এই প্রবণতা ডালপালা মেলেছে। তার অধিকাংশই মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি। বাম সরকারের শক্তিশালী সংগঠনও এই প্রবণতাকে দমন করার কোনো চেষ্টা করেনি, বা করলেও তা পারেনি। তাই খোদ সরকারের নাকের ডগায় ধর্মতলার বুকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনদিন ধরে শতাব্দী প্রাচীন স্টেটসম্যান পত্রিকার অফিস লক্ষ্য করে তাণ্ডব চালায় ইসলামিক মৌলবাদীরা।

এখানেই শেষ নয়। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার 'চট্টখালি' গ্রামে তৎকালীন বিরোধী তথা বর্তমান শাসক দলের এক সাংসদের নেতৃত্বে তিনদিন ধরে তাণ্ডব চালায় উন্মত্ত মৌলবাদীরা। ৫০টির বেশি বাড়ি পুড়িয়ে, ৩০০টির বেশি দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে তারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে শেষে রাজ্য সরকার বাধ্য হয় সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে।

সমস্ত ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হলে দাঙ্গার একটি বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করতে হয়। স্থান বা সময়ের অভাবে সেটি সম্ভব না হলেও এটি বলতেই হবে যে উপরিউক্ত ঘটনাগুলির কোনোটিই শুধুমাত্র 'ঘটনা' নয়, পরিকল্পিতভাবে একটি সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্যই এগুলি ঘটানো হয়েছে। এই পরিকল্পিত সন্ত্রাসের চেহারাটি আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলির দিকে তাকালে। মুর্শিদাবাদেই এমন বহু ঘটনা বর্তমান, যেখানে কোথাও মৌলবাদীদের ফতোয়ায় বিদ্যালয়ে বন্ধ হয়ে গেছে সরস্বতী পূজা, কোথাও বা বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠাও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে মৌলবাদীদের দ্বারা। এমনকী রঘুনাথগঞ্জে একটি হিন্দু পরিবারকে উঠোনে আলপনা দিতে দেওয়া হয়নি, এমন নজিরও রয়েছে। সবমিলিয়ে এই রাজ্যের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে একটি শরিয়তি শাসন কায়েম করার ভয়ঙ্কর প্রয়াস চলছে, এটি বলা যেতেই পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, ২০১১-র পরিবর্তনের পরও এই ঘটনা কমার বদলে বাড়ল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে বর্তমান শাসকদলের দিকে আমাদের একটু তাকাতে হবে। ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের দাঙ্গায় প্রধান অভিযুক্ত, সিমির প্রতিষ্ঠাতাকে আমাদের বর্তমান মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী এই দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনীত করলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, এপারের সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের টাকা ভাঁওতা দিয়ে লুঠ করে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের সরকারকে উৎখাত করার চক্রান্তে, যার প্রধান মাধ্যমই ছিলেন ওই ভদ্রলোক। সেই চক্রান্তেরই কিছু অংশীদার যখন বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বর্তমান শাসকদলের দলীয় কার্যালয়ের উপর বসে বোমা বাঁধতে গিয়ে মারা যান, তখন সেই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে মাননীয়ার প্রয়াস বা অজয় নদের চরে প্রমাণ নষ্টের কৌশলও আমাদের নজর এড়ায় না। সবথেকে মজার, ভারতের মাটিতে বসে ভারতেরই বন্ধু রাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করল, তাঁদের আইনি সাহায্যকারী হলেন বর্তমানে আমাদেরই রাজ্যের এক মন্ত্রী, যিনি জামাতের একজন সদস্যও বটে! এটি ভারত রাষ্ট্রের একটি লজ্জা। সামান্য কিছু মুসলমান ভোট নিশ্চিত করতে গিয়ে একজন 'জননেত্রী'কে এমন আপোশ করতে হলে, তাঁর রাজনৈতিক যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। সাম্প্রতিক অতীতে এই 'বিশেষ' মন্ত্রীর নেতৃত্বেই ২০১৪ সালের ২৮ নভেম্বর জামাতে উলেমা হিন্দের ডাকে কলকাতা ময়দানে জমায়েতের পর ধর্মতলায় ওই সংগঠনের সদস্যরা ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে কলকাতা পুলিশের তিন আইপিএস অফিসার সহ ১১ জন পুলিশকর্মীকে আহত করে ও কলকাতা পুলিশের ১১টি গাড়ি ভাঙচুর করে। রাণাঘাটের বৃদ্ধা খ্রিস্টান নানকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও পুরমন্ত্রীর 'পুলিশি তদন্তের আগেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অপরাধীকে সনাক্তকরণ দুই বাংলার ইসলামি মৌলবাদীদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে বাংলাদেশের থেকেও তাঁরা বর্তমানে এই রাজ্যে অধিক নিরাপদ। কারণ এই রাজ্যের শাসকদলের দায়বদ্ধতা আইনের শাসন বা সংবিধানের প্রতি না যতটা, তার থেকে অনেক বেশি, 'সংখ্যালঘু' ভোটব্যাঙ্কের প্রতি।

জামাত-উল-মুজাহিদিন সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও দুই দিনাজপুর জেলা জুড়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে, সাম্প্রতিক দুর্গাপুজোর অস্থিরতা সেই লক্ষ্যেরই ছোট্ট একটি পদক্ষেপ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করার আগে জায়গায় জায়গায় সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করে জনমানসে একটি আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে পারলে এই কাজটি ভবিষ্যতে অনেক সহজ হবে। আর এই রাজ্যের ক্ষমতাশালী দলের 'সংখ্যালঘু ভোটলিপ্সা' তাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনে আরও সুবিধাই করে দিয়েছে, নিঃসন্দেহে। বর্তমান সরকার এই প্রবণতা বজায় রেখে আগামী দিনেও এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে তাকে গোপন করলে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তির পরিমাণ বাড়বে বহুগুণ, এটা নিশ্চিত।

একজন ব্রাহ্মণ কন্যা যখন মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদলোভে রোজা না করে মাথায় হিজাব দিয়ে ইফতার করেন, একাদশীর দিনে মহরম হলে দশমীর বিকেলের পর দুর্গাপ্রতিমার ভাসান নিষিদ্ধ করেন, তখন সেই রাজ্যে মাটির প্রতিমার মাথা কাটা গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। বরং চাপাতির কোপে এখনও বাকিদের মাথা কেন কাটা পড়েনি, এটা ভাবলেই অবাক হতে হয়!

# ভারতীয় পরম্পরায় শিক্ষিত ছাত্রের বিশ্বজয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ভারতে শিক্ষা মানে মুক্তি। অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি। প্রাচীন ভারতে মনে করা হোত পঠনপাঠনের জন্য মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে রচিত গুরুগৃহে বাস করে পাঠ গ্রহণ করত সে যুগের ছাত্র। ঔপনিবেশিক শাসন এবং পরবর্তীকালে উত্তর-ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সেই পরম্পরার মূলে কুঠারাঘাত করলেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। সম্প্রতি সবরমতির হেমচন্দ্রাচার্য গুরুকুলম প্রাচীন গুরুশিষ্য পরম্পরার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তুষার বিমলচাঁদ

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের (ডান দিকে) সঙ্গে তুষার (মাঝখানে)।

তালওয়াত এই গুরুকুলের ছাত্র। আলোহা ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিযোগিতায় তুষার সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে।

তুষারের জয় শুধু তার গুরুকুলের নয় সমগ্র ভারতের কাছেই শ্লাঘার বিষয়। গুজরাটের রাজ্যপাল অধ্যাপক ওপি কোহলি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি তুষারকে অভিনন্দিত করেছেন। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরও এক অনুষ্ঠানে তাকে পুরস্কৃত করেন। তুষারের এই সাফল্যের ফলে একদা ভারতে বহুল প্রচলিত বৈদিক গণিত লোকচক্ষুর আড়াল থেকে চলে এসেছে পাদপ্রদীপের আলোয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিশ্বের বহু দেশ এবং বিজ্ঞানীরা বৈদিক গণিত নিয়ে চর্চা করলেও ভারতের স্কুল-কলেজের সিলেবাসে এই বিশেষ রীতির গণিত আজও অপাঙক্তেও। বৈদিক গণিতের সাহায্যে জটিল থেকে জটিলতর ক্যালকুলেশন অনেক কম সময়ে করা সম্ভব বলে একমাত্র চাকরির পরীক্ষায় বসা ছাত্রছাত্রীরাই এই গণিত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

গত বছর তুষার গুজরাটে রাজ্যস্তরের একটি গণিত প্রতিযোগিতায় ৫৩০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম হয়েছিল। ৭০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে তার সময় লেগেছিল মাত্র সাড়ে তিন মিনিট। ওই বছরেই চেন্নাইয়ে অন্য একটি প্রতিযোগিতায় কম্পিউটারকে হার মানিয়ে মাত্র তিন মিনিট দশ সেকেন্ড সময়ে ৭০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। বিচারকেরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেও তার গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি।

হেমচন্দ্রাচার্য গুরুকুলমের পথ চলা শুরু হয়েছিল উত্তমভাই শাহের হাত ধরে। ক্রমশ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাদানের ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে দাতব্য শিক্ষাঙ্গণে পরিণত হয়। সেই প্রথম দিন থেকে আজ অবধি এখানকার শিক্ষকদের লক্ষ্য ব্যবহারিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলা। গুরুকুলমের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক মুকুল কানিতকর বলেন, 'এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। এখানকার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বেঙ্গালুরু, কোলহাপুর, মুম্বই, যোধপুর, আমেদাবাদের মতো শহরেও অনেকগুলি গুরুকুল তাদের কাজ শুরু করেছে।'

তুষার এবং তার আচার্য জয়েন্দ্রভাই রাঠোরকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়ে গুরুকুলমের প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর উত্তমভাই শাহ বলেন, 'শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব নির্মাণের যে পরম্পরা আমাদের ছিল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র চাকর তৈরি করা সম্ভব— যারা মাসমাইনের বিনিময়ে সিস্টেমের বশংবদ হয়ে থাকবে কিন্তু সমাজকে কিছু দেবে না।' চরিত্রগঠনের পক্ষে অনুপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই আজকাল হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং নারীধর্ষণ এত বেড়ে গেছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

হেমচন্দ্রাচার্য গুরুকুলমে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ১৫০ জন আচার্যের অধীনে ৯০ জন ছাত্রছাত্রী পাঠরত।▮

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,**
**যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

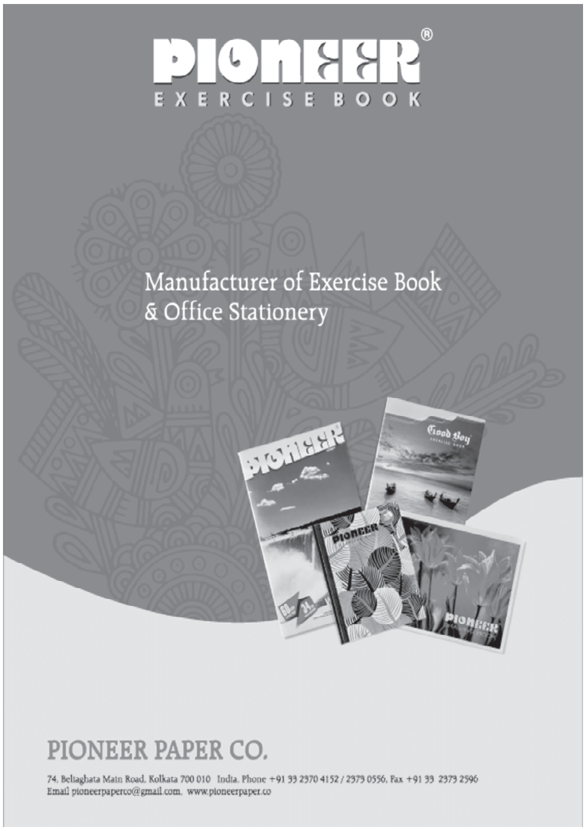

" মহান ধর্মাচার্য রামানুজের সমগ্র জীবনখানি ছিল অবজ্ঞাত ও পতিতের কল্যাণে এক গভীর আত্মনিবেদনস্বরূপ, ঠিক যেমনটি হয়েছিল গ্যালিলি দেশের সেই মহান আচার্যের জীবনে। তাহলে এক্ষেত্রেও জাতীয় সংহতি হিন্দুর কাছে নতুন কিছু নয়। ইসলাম ধর্মও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। উত্তর ভারতে গুরু নানক এবং দক্ষিণে রামানুজ স্মরণীয় জীবন ও বাণীর মাধ্যমে একই মতবাদ প্রচার করেছেন।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

**সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী**

# পালং শাকের ভালো মন্দ

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

আমরা সবাই জানি সবুজ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। তাই সকলেরই কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ শাক্-সবজি খাওয়া উচিত। সব সবজিরই কিছু না কিছু উপকারিতা আছে। আলু, বেগুন থেকে শুরু করে বীট, গাজর সব সবজিরই নিজস্ব গুণাগুণ আছে। এমনই একটি সবজি হলো পালং শাক। পালং শাকের বহু উপকারিতা আছে।

সবুজ শাকপাতা পুষ্টিগত কারণে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। আমাদের সারাদিনে যে পরিমাণে বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলস দরকার, তার অনেকটাই সবুজ শাকপাতা থেকে পূরণ করা সম্ভব। পালং শাকের ক্লোরোফিল শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। আবার পালং শাকে রয়েছে এলকালাইন মিনারেল যার মধ্যে অ্যান্টি-স্ট্রেস উপাদান রয়েছে। এটি স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। পালং শাকে বিদ্যমান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিভিন্ন ক্যানসার রোধে সহায়তা করে। এছাড়া রয়েছে প্রচুর ক্যারোটিনয়েড যা অন্ধত্ব প্রতিরোধে সহায়তা করে। পালং শাকে প্রচুর 'ভিটামিন এ' ও ফোলেট রয়েছে। ফোলেট অ্যানিমিয়া প্রতিরোধে সহায়তা করে এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য ফোলেট খুবই উপকারী। আধ কাপ সিদ্ধ করা পালং শাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-বি৬, রাইবোক্লোডিন থাকে। পালং শাকের সঙ্গে কিছু ফ্যাটজাতীয় খাবার খান। তাহলে শরীর খুব সহজেই পুষ্টি উপাদানগুলো গ্রহণ করতে পারবে। কিডনি ও পিত্তে পাথর থাকলে, রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে, গ্যাস্ট্রিক, হেপাটাইটিসের সমস্যা থাকলে পালং শাক এড়িয়ে চলুন। পালং শাকে রয়েছে আয়রন যা মহিলাদের জন্য ভীষণ দরকারী। এছাড়াও রয়েছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই।

এত কিছু একসঙ্গে পাওয়া যায় বলে আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি পালং শাক খাওয়া খুব উপকারী। তবে সব কিছুরই ভালো-মন্দ দুই-ই থাকে। তাই শুধু উপকারিতার কথা ভেবে অতিরিক্ত পালং শাক খেলে তা ক্ষতিকারকও হতে পারে। পালং শাকে প্রচুর অক্সালিক অ্যাসিড থাকে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই শাকে রয়েছে প্রচুর আয়রন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি মৌল। এই মৌলগুলি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অনেক ক্ষতিকারক যৌগ তৈরি করে। অক্সালিক অ্যাসিড ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অক্সালেট যৌগ তৈরি করে। এই যৌগ কিডনি ও মূত্রথলিতে পাথর সৃষ্টি করে। তাই যে সব মানুষেরা কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন তাদের পালং শাক খাওয়া ঠিক নয়। এই শাকে প্রচুর সোডিয়াম আছে হার্টের রোগীদের জন্যে ক্ষতিকারক। তাই যারা উচ্চ রক্তচাপ, ইডেমা বা হৃদরোগে ভুগছেন, তাদের পালং শাক থেকে দূরে থাকাই ভালো।

আগেই জেনেছি, পালং শাকে আছে ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি। এই ভিটামিনগুলির পরিমাণও শরীরে বেড়ে গেলে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এক কাপ পালং শাকে যতটুকু ভিটামিন থাকে সেটাই একদিনের জন্য যথেষ্ট। শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে তা নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই যাদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা আছে তাদের বেশি পালং শাক খাওয়া ঠিক নয়। ভিটামিন সি-র পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তার থেকে ডাইরিয়া হয়। পালং শাকেও ভিটামিন সি থাকে। তাই অতিরিক্ত পালং শাক খেলে তার থেকে ডাইরিয়া হতে পারে। সব খাবারেরই খারাপ প্রভাব রয়েছে তাই সব সময় ভেবে খাওয়া উচিত। উপকারিতা আছে বলে যেমন বেশি খাওয়া উচিত নয়, তেমনই অপকারিতা আছে বলে দূরে সরিয়ে রাখাও ঠিক নয়। ∎

# সমাবেশ সমাচার

## ‘শ্রদ্ধা’র ৭৮তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৪ সেপ্টেম্বর ‘শ্রদ্ধা’র ৭৮তম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় সিউড়ীর ৮৮ বছরের কৃষ্ণেন্দু চট্টরাজকে তাঁর সেহাড়াপাড়ার পারিবারিক দুর্গামণ্ডপে। প্রথমে শ্রীচট্টরাজ মহাশয়ের হাত দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ১টি বিল্ববৃক্ষ রোপণ করা হয়। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, ওঁ-ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলন দ্বারা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম জেলার শাখা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুপ্রভা চট্টরাজ। শ্রীচট্টরাজ মহাশয়কে হাত-পা ধুইয়ে, তুলসী, ফুল, চন্দন দিয়ে পূজা করেন পরিবারের ছোট বৌমা শ্রীমতী সুপ্রভা চট্টরাজ।

শ্রদ্ধার পক্ষে মাল্যদান করে সম্মান জানান শ্রদ্ধার পৃষ্ঠপোষক ও বিশিষ্ট নাগরিক দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অর্ঘ্যস্বরূপ শ্রীচট্টরাজকে পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, মিষ্টান্ন, ফল ও গীতা প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক চট্টরাজ। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় গায়িকা শ্রীমতী তনুশ্রী রুজ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সখের সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার পৃষ্ঠপোষক তথা পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য কৃষ্ণেন্দু ঠাকুর।

---

## রবীন্দ্রভারতী গ্লোবাল স্কুলের সাহিত্য মেলা

রবীন্দ্রভারতী গ্লোবাল স্কুলের সাপুরজী পালনজী স্কুল প্রাঙ্গণে বিশাল সাহিত্য মেলার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়ার্ল্ড বেঙ্গলি রেডিও চ্যানেল মৈত্রীর মুখ্য পৃষ্ঠপোষক শান্তনু পালিধি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিওর বার্তা পরিবেশক প্রবীর ভট্টাচার্য, শ্রীমতী পাপিয়া মিত্র (অধ্যাপিকা,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ।

সাহিত্যমেলা উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের রচনাসম্ভার কথন ও উপস্থাপনের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা। ভবিষ্যতে তাদের মধ্য থেকে যাতে লেখক, কবি বেরিয়ে আসে। অনুষ্ঠানে সাহিত্যের নানা পর্যায়ের কাজের লিখিত ও নাট্যরূপ পরিবেশিত হয়। শিশুদের রূপকথার জগতের সিন্ডারেলা, মজাদার কার্টুন চরিত্র সুপারম্যান, চাচা চৌধুরী, টিনটিন, বিখ্যাত লেখকদের বিখ্যাত চরিত্র, ওল্ড ইংলিশ ড্রামার সেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিস, মিথ, কমেডি, ট্রাজেডি, হিউমার, হরর, এবং ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ও আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সমাজ সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে পথ-নাটিকা, কোলাজ আর্টের মাধ্যমে। মহাভারতের গীতাজ্ঞানও অনবদ্যভাবে পরিবেশন করা হয়। গোপাল ভাঁড়, তেনালি রামা, বীরবলদেরও দেখা গেছে এই মেলায়। স্কুলের অধ্যক্ষা টি শ্রীদেবী ও কো-অর্ডিনেটর নরসিমহা রাও বলেন— এই মেলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে, আমাদের চিরন্তন সাহিত্য ও তার ধারাবাহিক বিবর্তনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

# সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বীরভূম জেলা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সভাকক্ষে (ডি আর ডি সি) অনুষ্ঠিত হয় সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠান 'জন্ম সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য— ভগিনী নিবেদিতা'। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান ছিল অতিথিবরণ ও কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ। সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্যকার এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুদীপ মুখোপাধ্যায়। পুরস্কার তুলে দেন বাংলার স্বর্ণযুগের সুরকার এবং সংগীত শিল্পী প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পুরস্কার প্রাপকদের বয়স তিন, চার বা কারও একটু বেশি। মায়ের হাত ধরে মঞ্চে উঠে খুদে বিজয়ীগণ যখন পুরস্কার গ্রহণ করে তখন করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানান দর্শকরা।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল সংগীত অনুষ্ঠান, ভগিনী নিবেদিতা-র জন্ম সার্ধশতবর্ষে সঙ্গীত শ্রদ্ধার্ঘ্য 'লোকমাতা নিবেদিতা'। মৌসুমি সরকারের কণ্ঠে 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গানটি সভাকক্ষটিকে সুরের মূর্ছনায় ভরিয়ে দেয়।

তৃতীয় পর্বে ছিল সমবেত নৃত্য— 'রবির আলোয় নির্বাণ'। সংকলন ও গ্রন্থনা— তিলক সেনগুপ্ত। নৃত্যভাবনা ও নির্দেশনা— মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্ত। সভাকক্ষে তখন ভিড় উপচে পড়ছে। আলো-আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চে উঠে আসছে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী, পশ্চাদপট ধ্বনিত হচ্ছে ঋগ্বেদের সেই শাশ্বত বাণী 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম্'। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে' এবং 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎস হতে উৎসারিত আলো' এই দুটি গানের নৃত্যার্পণ অন্ধকারের যবনিকা দূরে সরিয়ে আলোয় আলোকময় করে তোলে সভাগৃহের প্রাণ মন। মঞ্চে আনন্দের প্লাবন বয়ে দেয় মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্ত। অপরিমেয় নিষ্ঠা ও ভালবাসার স্ফূরণ ঘটছে তাঁর এ দিনের এই নৃত্যপরিকল্পনায়।

সমবেত নৃত্যের শেষ অর্পণ 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। মঞ্চে শুচিশুভ্র আঙ্গিকে জ্বলে উঠল একুশটি মোমবাতির শিখা। দূর হতে ভেসে এলো সুশান্ত সুরের আহ্বান। একুশটি মোমবাতির শিখা ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে সরে গেল। মঞ্চে তখন স্বরলিপি দাশ এবং অন্য কলাকুশলীবৃন্দ।

আবেগমথিত স্বরলিপির কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'বন্দে মাতরম্' রাষ্ট্রগীত।

## সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে কর্ণমাধবপুরে বস্ত্রদান

গত বছরের মতো এবারও সমাজ সেবা ভারতীর পরিচালনায় উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের কর্ণমাধবপুরের বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষেরা মা দুর্গার আগমনে সকলের সঙ্গে যাতে আনন্দ ভাগ করে নিতে পারেন তার জন্য এবারেও ৫২ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি সমীরণ রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কার্যকর্তা বিমল মুখার্জী, অসিত চ্যাটার্জী, উৎপলা সেন ও সোমা মণ্ডল।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

## তাজপুরে ভারতীয় নৈতিক মূল্যবোধের কর্মশালা

গত ৬ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বিদ্যাভারতীর তত্ত্বাবধানে তাজপুর রামচরণ উচ্চবিদ্যালয়ে 'ভারতীয় নৈতিক মূল্যবোধের ওপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৩টি প্রাথমিক এবং ৩টি উচ্চবিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। মোট ভাইবোন উপস্থিত ছিল ৫৫০ জন। কর্মশালার উদ্বোধক ছিলেন কোতুলপুর ব্লকের এস আই ধৃতিমান রায়। কর্মশালার বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শালতোড়া সেন্টিনারি কলেজের অধ্যাপক ড. অনির্বাণ মান্না, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিমাইচন্দ্র পাল, শ্যামবাজার হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক শিবরাম মণ্ডল, তাজপুর শিশুমন্দিরের আচার্য নিমাই চন্দ্র দাস প্রমুখ। কর্মশালার সংযোজক ছিলেন তাজপুর শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য নিতাই নায়েক।

## হাওড়ায় সংস্কৃত ভারতীর সংবর্ধনা জ্ঞাপন

গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সংস্কৃত ভারতীর হাওড়া মহানগর শাখার উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষার স্কুল শিক্ষিকা ও প্রবেশ/পরিচয় অধ্যায়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী মৌসুমি মুখোপাধ্যায়কে তাঁর বাসভবনে একটি সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃত গীত, কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের যথাযথ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও পরিশেষে শিক্ষিকা মৌসুমি মুখোপাধ্যায়ের আবেগাপ্লুত ভাষণ অনুষ্ঠানটিতে একটি অন্য মাত্রা এনে দেয়। অন্যতমা ছাত্রী শ্রীমতী চৈতালি রক্ষিতকে একটি শাল ও সরস্বতী মূর্তি প্রদান করা হয়।

## বাঁকুড়ায় জেলাপরিদর্শক অফিসে শিক্ষকদের স্মারক লিপি প্রদান

গত ৩১ আগস্ট বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা সম্পাদক আশিস মণ্ডলের নেতৃত্বে জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে ২৪ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারক লিপি পেশ করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছাত্রস্বার্থে উল্লেখ করা হয়— ঘন ঘন পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন না করা। পাঠ্যসূচিতে রাষ্ট্র ভক্তির জাগরণ, মূল্যবোধভিত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং যোগ ও শারীরশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা। অভারতীয় চিন্তাধারার ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিখিত বিকৃত ইতিহাস পাঠের বদলে সত্য ও স্বাভিমানযুক্ত ইতিহাস পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। নৈতিক শিক্ষার আধার ও বৈজ্ঞানিক ধ্বনি তন্ত্রে সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতকে মাধ্যমিক স্তরে অবশ্যপাঠ্য করা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা চালু করা। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে প্রকৃত শিক্ষার মান উন্নয়নে, স্কুলগুলিতে সুচারুরূপে শিক্ষাদান করতে সমর্থ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করতে স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয় তার দাবি জানানো হয়। অবিলম্বে স্কুলগুলির শিক্ষকদের শূন্য পদগুলি পূরণ করে পরিকাঠামো গড়ে তুলে ছাত্রদের বিকাশে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে হবে।

শিক্ষকদের ক্ষোভ নিবারণ করে কেন্দ্রীয় হারে বেতন মান তথা ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় আর্ন লিভ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করার দাবি জানানো হয়। স্কুলের মিড ডে মিলের দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর থেকে তুলে নিয়ে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষকদের শুধুমাত্র পাঠদান কাজে ব্যাপৃত রাখা প্রয়োজন বলে দাবি জানানো হয়। এছাড়া লোকগণনা, ভোটার লিস্ট তৈরি করা বা অর্থনৈতিক সমীক্ষার কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ না করার দাবি জানানো হয়। জেলা স্কুল পরিদর্শক মনোযোগ সহকারে দাবিগুলি শোনেন এবং আলোচনা করেন। তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন বলে কথা দেন।

## বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের বুকস্টল

দুর্গা পুজোর ষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পক্ষ থেকে রায় বাহাদুর রোডে একটি বুকস্টল করা হয়। স্টলে পুজোর দর্শনার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে বই কেনার জন্য ভিড় করেন। প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য এখানে উপস্থিত থাকেন। স্টলে জাতীয়তাবাদী পুস্তকের ভালো সংগ্রহ বইপ্রেমীদের মুগ্ধ করে।

# অলিম্পিকের মঞ্চ থেকে হলিউটের পর্দায়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরস্মরণীয় অ্যাথলিট, পরবর্তী পর্যায়ে চলচ্চিত্রের পর্দায়ও ঝড় তুলেছেন এদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। খেলার মাঠের মতো বিনোদনের দুনিয়াতেও তারা গড়ে তুলেছেন নিজস্ব আইডেনটিটি। এমনই কয়েকজনকে নিয়ে এবারের প্রতিবেদন।

*জনি ওয়েসমুলার*

**জনি ওয়েসমুলার :** হাঙ্গেরিজাত এই বিশ্ববন্দিত সাঁতারু টারজানের নামভূমিকায় অভিনয় করে কিংবদন্তী হয়ে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা সাঁতারু জনি অলিম্পিক্স্ সুইমিং পুল থেকে গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঁচটি স্বর্ণপদক, ওয়াটার পোলো থেকে একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়া তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। সে দেশের সাঁতারের উন্নত পরিকাঠামোর সুবিধে নিয়ে অলিম্পিক্স্ সাঁতারে নিজের অতিমানবিক কীর্তিকল্প স্থাপন করতে পেরেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ৫২টি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপও জেতেন। একাধিক বিশ্বরেকর্ডও কায়েম করেছিলেন। সাঁতার ছাড়ার পর পেশাদার অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩২ সালে প্রথম অভিনয় করেন টারজান দ্য এপ ম্যান ছবিতে। প্রথম ছবিই হলিউডে ব্লক বাস্টার। এরপর ধারাবাহিকভাবে টারজন সিরিজে পরপর জনপ্রিয় ছবি উপহার দেন বিশ্ববাসীকে।

*অ্যাপেলো ওনো*

**অ্যাপেলো ওনো :** আমেরিকার শীতকালীন অলিম্পিক্স্ তারকা অ্যাপেলো ওনো স্কেটিং-এর দুনিয়ায় এক জনপ্রিয় নাম। দুটি করে অলিম্পিক্স্ সোনা-সহ রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। স্কেটিং বিশ্বকাপেও তার অসামান্য সব নজির রয়েছে। পরে যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন সোপ অপেরার জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন। রিয়েলিটি শো 'ডান্সিং উইথ দ্য স্টার' তাকে রীতিমতো ছোটপর্দার তারকা বানিয়ে ছেড়েছে। বছরের পর বছর মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো হিসেবে এক নম্বর ইউএসপির অধিকারী। একসময় আমেরিকার অলিম্পিক কমিটির সদস্য ছিলেন ওনো। এখন পুরোপুরি টেলি বিনোদন দুনিয়ার হার্টথ্রব।

*মাইকেল জর্ডন*

**মাইকেল জর্ডন :** অন্য গ্রহের বাস্কেটবল টিম হিসেবে গণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাস্কেটবলে মাইকেল জর্ডন এক চিরকালীন কিংবদন্তী। ১৯৮৪-তে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে খেলেই গোটা দুনিয়ার নজরে চলে আসেন জর্ডন। ১৯৯২-তে আবার বার্সেলোনা অলিম্পিক্সে খেলেন। ওই টিমকে বাস্কেটবলের ড্রিম টিম বলা হয়। বিশ্বের জনপ্রিয়তম বাস্কেটবল লিগ এন পি এ-তে টানা কুড়ি বছর দাপিয়ে খেলেছেন জর্ডন। চিরকালীন জিনিয়াস মাইকেল জর্ডন বাস্কেটবল কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে অন্য মাধ্যমেও নিজেকে প্রতিভাত করেন স্বমহিমায়। একদিকে বিশাল ব্যবসা গড়ে তোলার পাশাপাশি বড় পর্দাতেও একের পর এক ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি মাইকেল জর্ডন হিসেবেই পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু তথ্যচিত্রও। তবে তাঁর সেলুলয়েডে সবচেয়ে বড় কাজ 'স্পেশ জ্যাম'। ১৯৯৬ সালে তৈরি হওয়া জো পিটকা পরিচালিত একই সঙ্গে লাইভ অ্যাকশন ও অ্যানিমেশনের মিশ্রণ। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে ভিনগ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে এই গ্রহের সংঘর্ষ, তার পরিণতিতে বাস্কেটবল ম্যাচ, যে ম্যাচে হেরে ভিনগ্রহের জীবরা ফিরে যায় গ্রহান্তরে। কাল্পনিক ছবিটিতে জর্ডন বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।

**ব্রুস জেনার :** মার্কিন ডেকাথলিট ব্রুস জেনার প্রথম জীবনে ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়। পরে বিশেষ কারণে ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে এসে ডেকাথলনে অলিম্পিকস স্বর্ণপদক পান। সর্বকালের অন্যতম সেরা ডেকাথলিট পরে টেলি অপেরায় চলে আসেন এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর একটি কারণেও জেনার বিখ্যাত হয়ে আছেন। ২০১৫ সালে জেণ্ডার সেক্স পরিবর্তন করে ট্রান্সজেন্ডার উওম্যান হয়ে যান এবং নাম রাখেন ক্যাটলিন 'জেনাল'। এই ভূমিকায় নিরন্তর সোপ অপেরায় অভিনয় করে চলেছেন জেনার।

**রকি মার্সিয়ানো :** চিরকালের অমর বক্সার। জীবনে কোনো লড়াইয়ে হার মানেননি। ইতালিতে জন্ম বেড়ে ওঠা গ্রেট ব্রিটেনে। অলিম্পিক, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ সর্বত্র অপরাজিত। রিও অলিম্পিকে যে চার চিরস্মরণীয় অলিম্পিক অ্যাথলিটকে সম্মানিত করা হয়েছে তার মধ্যে রকি মার্সিয়ানো ছিলেন। বিশ্ববক্সিংয়ে ব্লাক পাওয়ারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ রকি। তার জীবন অবলম্বনে হলিউডে বিখ্যাত রকি সিরিজ ছবিগুলি আজও সব বয়সের মানুষকে বেঁচে থাকা প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা জোগায়। অ্যাকশন থ্রিলার হিসেবে রকি সিরিজ হলিউডে সর্বকালের জনপ্রিয় সিরিজ।

**আর্থার কোনান ডয়েল :** শার্লক হোমস রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েল প্রথম যৌবনে যে একজন অলিম্পিয়ান ছিলেন, তা ক'জন জানেন। পেন্টাথলনে গ্রেটব্রিটেনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম যুগে। সে সময়ে ব্রিটেনে অত্যন্ত বন্দিত পেন্টাথলিট ছিলেন কোলান ডয়েল। পরে ঔপন্যাসিক হিসেবে সমান খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাঁর উপন্যাসসমূহ চলচিত্রে অসংখ্যবার চিত্রায়িত হয়েছে। তবে তিনি নিজে কখনও সিনেমায় অভিনয় করেননি।

**শব্দরূপ-৮০৭** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

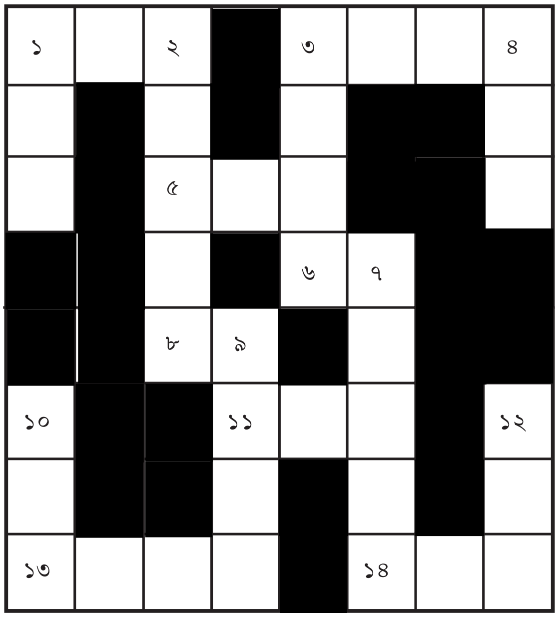


**সূত্র :**

**পাশাপাশি : ১.** ধাতু নির্মিত, **৩.** পুরাণোক্ত পাতাল বিশেষ, **৫.** উদার, দানশীল, **৬.** শিশুপাল বধ-রচয়িতা প্রাচীন কবি; বাংলা সনের দশম মাস, **৮.** পর্বত, **১১.** বায়ু, **১৩.** নরশ্রেষ্ঠ; একজন সাধক বৈষ্ণব কবি, **১৪.** বৈদ্যক শাস্ত্রকার বিশেষ ('— সংহিতা')।

**উপর-নীচ : ১.** তেলাপোকা, আরশোলা, **২.** দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত, **৩.** অনুবাদ, ভাষান্তর, **৪.** দুর্যোধনের কন্যা, **৭.** ভীমের রাক্ষসী-পত্নী জাত বীর সন্তান, **৯.** গম্ভীর শব্দ ('আসর — করছে', **১০.** '— হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া', **১২.** চিকিৎসক।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৮০৪**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আ | গ | ম | নী | | অ | | সি |
| | | হা | | | ভ | ড় | ং |
| অ | | মা | ল | পো | য়া | | হ |
| কা | লি | য়া | | স্ত | | | বা |
| ল | | | ন | | সু | রা | হি |
| বো | | ভ | ব | ঘু | রে | | নী |
| ধ | ড়া | স | | | শ্ব | | |
| ন | | কা | | গ | রী | য় | সী |

**সঠিক উত্তরদাতা**

**সুশীল কয়াল**
**কলকাতা-৬**
**নবীন সরকার**
**সাহাপুর, মালদা**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

□ ৮০৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ নভেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

# প্রেরণার পাথেয়

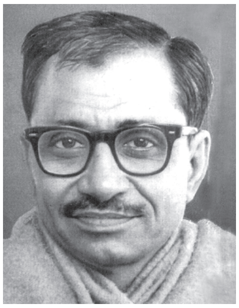

সিদ্ধান্তগত দৃষ্টিতে সরকারের ব্যবসা করা সমর্থন করা যেতে পারে না। ভারতে বলা হয়, সরকারকে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীকে সরকার করার প্রয়োজন নেই। সরকারি বাণিজ্যের সমর্থন ব্যবসা-নীতিতে নয়, মুদ্রা ও আর্থিকনীতির ওপর করা যেতে পারে। এর দ্বারা সরকার মূল্যবৃদ্ধির সময় অধিক রাজস্ব অর্জন এবং কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বেঁধে দিতে পারে। কিন্তু একথা গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে যে, কোন কোন জিনিসের ব্যবসা নিজের হাতে রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবতে হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য উপায়ে কাজ চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসাকে অবলম্বন করা ঠিক নয়। কেননা দেশে যে-কোনো ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণ করা হলে পুরনো ব্যবস্থায় ধাক্কা লাগে এবং ট্যাক্সেসন এনকোয়ারি কমিশন (১৮৫৩-৫৪)-এর রিপোর্ট অনুসারে ব্যবসা জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারীর অভাবে নতুন ব্যবস্থা সুচারুভাবে চালানো সহজ ও দ্রুত সম্ভব হয় না।

বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির কারণে সাম্যবাদী দেশে সরকার দ্বারা ব্যবসা উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। লৌহচূর্ণ মেশিন এবং কুটিরশিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যগুলিতে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত ভাল লাভ করছে।

* * *

দেশি মূলধনের ঘাটতি বিদেশি মূলধন দ্বারা পূর্ণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বর্তমানে আমরা বেশি পরিমাণে বিভিন্নভাবে বাইরে থেকে মূলধন আহ্বান করছি। বিদেশি পুঁজির রাজনৈতিক দিকটি যদি বাদও দেওয়া যায় তবু আর্থিক দৃষ্টিতে তা খুবই লাভদায়ক। বিদেশি পুঁজি তিনভাবে পাওয়া যেতে পারে : (১) শিল্পপতি ব্যক্তিগতভাবে, (২) আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে এবং (৩) বিদেশি সরকার থেকে। এরা এই সহযোগিতা ঋণ দিয়ে অথবা অংশীদার হয়ে করতে পারেন।

***(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)***

# ।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ৯

# সন্ত্রাস বন্ধ না হলে কাশ্মীর থেকে আফসপা হটানো হবে না : মেহবুবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি গত ২১ অক্টোবর জানান যে, সন্ত্রাস বন্ধ না হলে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে আফসপা হটানো যেতে পারে না। আমরা আফসফা হঠাতে রাজি কিন্তু তার জন্য কাশ্মীরে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আফসপা (আর্মড ফোরসেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) ভারতীয় আইনসভা প্রণীত একটি আইন। এই আইনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মূলত উপদ্রুত অঞ্চলে পরিস্থিতি বুঝে সেনাবাহিনী যাতে বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার জন্য এই আইনের প্রয়োগ করা হয়। শ্রীনগরে এক পুলিশ সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা পাকিস্তানকে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, দু'দেশের মধ্যে শান্তির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পাকিস্তান সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করুক। কাশ্মীরের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিরাপত্তাবাহিনীর ওপর পাথর বর্ষণ করলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না।

# আবার কবাডি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারত

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ভারতের নিজস্ব খেলা কবাডি বিশ্বকাপে আবার চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। গত ২২ অক্টোবর ফাইনালে অনুপকুমারের নেতৃত্বে ভারতীয় দল ইরানকে হারাল ৩৮-২৯ পয়েন্টে। এই নিয়ে মোট ৮ বার চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। ইরানও খুব ভালো খেলেছে। শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল ৪ পয়েন্টে। বিরতির পর এগিয়ে যায় ভারত। রেইডার অজয় ঠাকুরই বেশিরভাগ পয়েন্ট এনে দেন।

জয়ের পর ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিতাভ বচ্চন, শচিন তেন্ডুলকর, বীরেন্দ্র সহবাগ ও শাহরুখ খান। শচিন তেন্ডুলকরের আশা, কবাডি ভারত আবিষ্কার করেছে; সারা বিশ্বে এই খেলা ছড়িয়ে পড়বে।

# একদিনে আড়াই কোটির বেশি গাছ লাগিয়ে রেকর্ড মহারাষ্ট্রের

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** একদিনে রাজ্যে ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার গাছ লাগিয়ে 'লিমকা বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ জায়গা করে নিল মহারাষ্ট্র। রাজ্যের বনমন্ত্রী সুধীর মুনগন্তিওয়ার জানিয়েছেন— আগামী বছরে তাঁরা আরো পঞ্চাশ কোটি গাছ লাগাবেন। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, আগামীতে কৃষি দিবস উপলক্ষে বনমহোৎসবের মাধ্যমে তারা আবার রেকর্ড গড়বে। মহারাষ্ট্র সরকার বৃক্ষরোপণের এই কর্মকাণ্ডে সরকারের সমস্ত বিভাগ, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের যুক্ত করেছে।

# দীপাবলী উপলক্ষে আমেরিকায় ডাকটিকিট প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গত এক দশকে ভারত সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব আমূল বদলে গেছে। সম্প্রতি তার প্রমাণ একেবারে হাতেনাতে পাওয়া গেল। দীপাবলী উপলক্ষে আমেরিকার ডাকবিভাগ একটি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটাই হিন্দুদের অন্যতম প্রাচীন বিজয়োৎসবের আমেরিকায় প্রথম সরকারি স্বীকৃতি। ডাকটিকিটে সোনালি পটভূমিতে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ দৃশ্যমান। সামান্য নীচে লেখা 'দিওয়ালি' এবং 'ফরএভার'। 'ফরএভার' সিরিজের ডাকটিকিট প্রথম শ্রেণীর চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। দাম ১.৮৮ থেকে ৯.৪০ ডলার। দীপাবলীর ঠিক আগে মার্কিন প্রশাসনের এই উদ্যোগে সে দেশের ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকেরা স্বভাবতই খুশি। মার্কিন কংগ্রেসের একমাত্র হিন্দু সদস্য তুলসি গাবার্ড গত বছর থেকে দীপাবলী উপলক্ষে ডাকটিকিট প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁর দাবিপত্রে ৩ লক্ষ মানুষ স্বাক্ষর করেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
31 October - 2016 - Rs. 10.00,

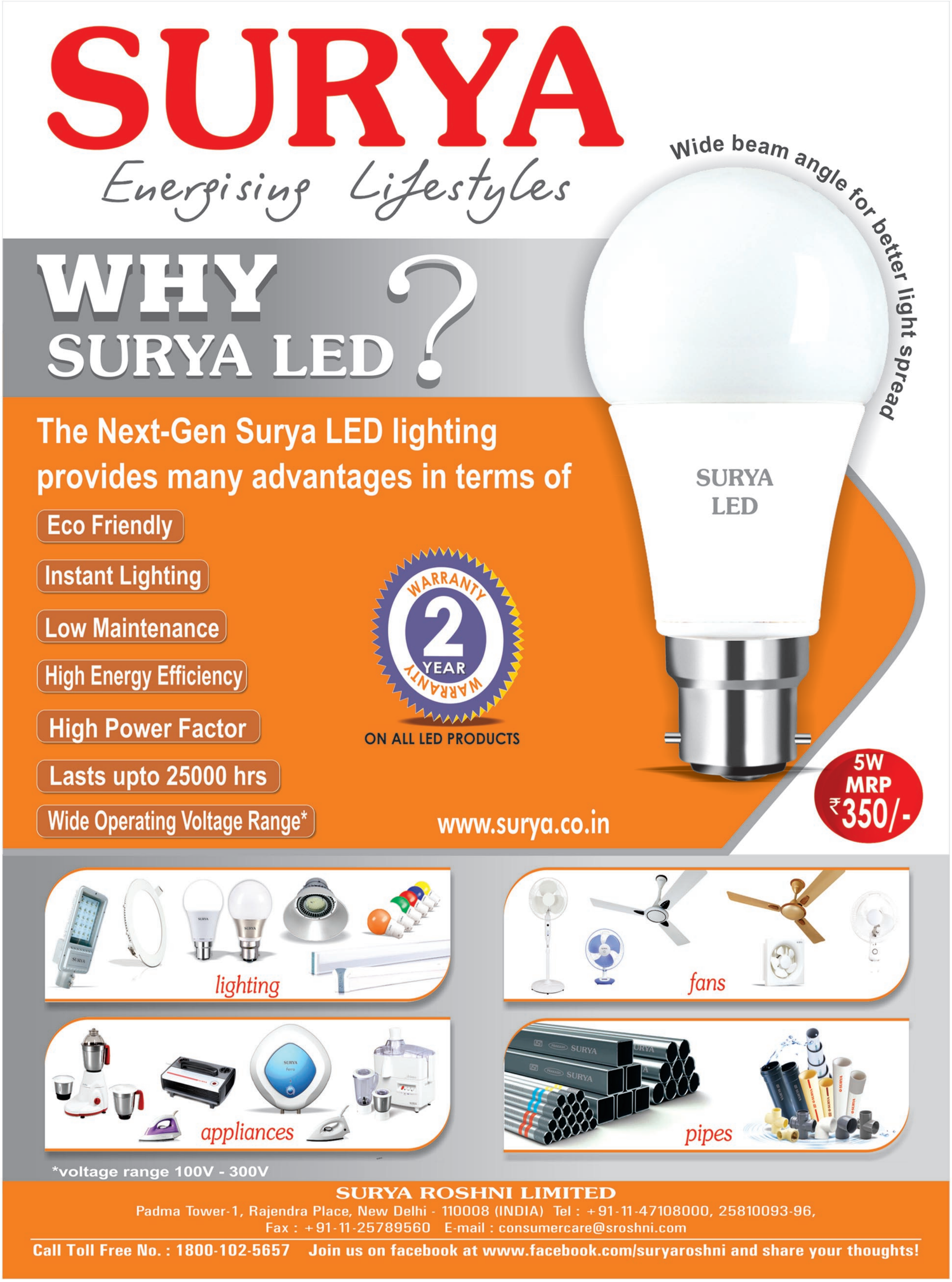


Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।